পঞ্চদশ অধ্যায়

যথাসময়ে পাণ্ডবদের অবসর গ্রহণ

শ্লোক ১

সূত উবাচ

এবং কৃষ্ণসখঃ কৃষ্ণো ভ্রাত্রা রাজ্ঞাবিকল্পিতঃ ।
নানাশঙ্কাস্পদং রূপং কৃষ্ণবিশ্লেষকর্শিতঃ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **কৃষ্ণসখঃ**—শ্রীকৃষ্ণের স্বনামধন্য সখা; **কৃষ্ণঃ**—অর্জুন; **ভ্রাতা**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক; **রাজ্ঞা**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **বিকল্পিতঃ**—অনুমান করেছিলেন; **নানা**—বিবিধ; **শঙ্কাস্পদম্**—নানা প্রকার আশঙ্কার ভিত্তিতে; **রূপম্**—রূপ; **কৃষ্ণ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **বিশ্লেষ**—বিরহানুভূতি; **কর্শিতঃ**—অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর কৃষ্ণসখা অর্জুনকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে নানা প্রকার আশঙ্কাযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

গভীরভাবে শোকাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, অর্জুনের বাস্তবিকই কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল, এবং তাই তাঁর পক্ষে যুধিষ্ঠির মহারাজের নানা প্রকার আশঙ্কাযুক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

শ্লোক ২

শোকেন শুষ্যদ্বদনহৃৎসরোজো হতপ্রভঃ ।
বিভুং তমেবানুস্মরন্নাশক্নোৎ প্রতিভাষিতুম্ ॥ ২ ॥

শোকেন—শোকহেতু; **শুষ্যদ্বদন**—শুষ্ক বদন; **হৃৎ-সরোজ**—পদ্মসদৃশ হৃদয়; **হতপ্রভঃ**—প্রভাহীন; **বিভুম্**—পরম; **তম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **এব**—অবশ্যই; **অনুস্মরন্**—স্মরণ করে; **ন**—পারে নি; **অশক্নোৎ**—সক্ষম হওয়া; **প্রতিভাষিতুম্**—যথাযথভাবে উত্তর দিতে।

অনুবাদ

গভীর শোকে অর্জুনের মুখ এবং হৃদয়পদ্ম শুষ্ক হয়েছিল। তাই তাঁর দেহ প্রভাহীন হয়েছিল। এখন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি উদয় হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হয়েছিল।

শ্লোক ৩

কৃচ্ছ্রেণ সংস্তভ্য শুচঃ পাণিনামৃজ্য নেত্রয়োঃ ।
পরোক্ষেণ সমুন্নদ্ধপ্রণয়ৌৎকণ্ঠ্যকাতরঃ ॥ ৩ ॥

কৃচ্ছ্রেণ—বহু কষ্টে; **সংস্তভ্য**—আবেগ দমন করে; **শুচঃ**—শোকজনিত; **পাণিনা**—হস্ত দ্বারা; **আমৃজ্য**—মুছে; **নেত্রয়োঃ**—চক্ষুদ্বয়; **পরোক্ষেণ**—দৃষ্টির অগোচর হওয়ার ফলে; **সমুন্নদ্ধ**—বর্ধিত; **প্রণয়ৌৎকণ্ঠ্য**—অনুরাগজনিত উৎকণ্ঠা; **কাতরঃ**—কাতর।

অনুবাদ

তখন তিনি অতি কষ্টে বিগলিত শোকাশ্রু সংবরণ করলেন, অশ্রুধারা হস্ত দ্বারা মার্জিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁর খুবই উৎকণ্ঠা হয়েছিল বলে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন।

শ্লোক ৪

সখ্যং মৈত্রীং সৌহৃদং চ সারথ্যাদিষু সংস্মরন্ ।
নৃপমগ্রজমিত্যাহ বাষ্পগদ্‌গদয়া গিরা ॥ ৪ ॥

সখ্যম্—শুভাকাঙ্ক্ষী; **মৈত্রীম্**—উপকারিতা; **সৌহৃদম্**—সৌহার্দ্য; **চ**—ও; **সারথ্যাদিষু**—সারথ্য আদি; **সংস্মরণ্**—স্মরণ করে; **নৃপম্**—মহারাজকে; **অগ্রজম্**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলেছিলেন; **বাষ্প**—অশ্রু **গদ্‌গদয়া**—গদ্‌গদ; **গিরা**—স্বরে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাব, মিত্রতা, বন্ধুত্ব এবং সারথ্য আদি কার্যের কথা স্মরণ করে অর্জুন বাষ্প গদ্‌গদ স্বরে অগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক-সম্বন্ধের মাঝে অতি সর্বাঙ্গসুন্দর। সখ্য রসে অর্জুন ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের অন্যতম, এবং অর্জুনের প্রতি ভগবানের আচরণ বন্ধুত্বের সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি কেবল অর্জুনের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাই নয়, তিনি ছিলেন তাঁর পরম হিতকারী এবং সেই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার জন্য তিনি সুভদ্রার সঙ্গে তাঁর বিবাহের আয়োজন করে তাঁকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। অধিকন্তু, যুদ্ধে তাঁকে রক্ষা করার জন্য ভগবান তাঁর রথের সারথিও হয়েছিলেন, এবং পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট রূপে পাণ্ডবদের অধিষ্ঠিত করে তিনি বাস্তবিকই সুখী হয়েছিলেন। সেই সমস্ত কথা একে একে স্মৃতি পথে উদিত হওয়ায় অর্জুন অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

শ্লোক ৫

অর্জুন উবাচ

বঞ্চিতোঽহং মহারাজ হরিণা বন্ধুরূপিণা ।
যেন মেঽপহৃতং তেজো দেববিস্মাপনং মহৎ ॥ ৫ ॥

অর্জুন উবাচ—অর্জুন বললেন; **বঞ্চিতঃ**—বঞ্চিত হয়েছি; **অহম্**—আমি; **মহারাজ**—হে মহারাজ; **হরিণা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **বন্ধুরূপিণা**—বন্ধুরূপী; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **মে**—আমার; **অপহৃতম্**—অপহৃত; **তেজঃ**—বীর্য; **দেব**—দেবতারা; **বিস্মাপনম্**—বিস্মিত; **মহৎ**—বিপুল।

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, যিনি আমার প্রতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আচরণ করতেন, তিনি আজ আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাই আমার যে বিপুল তেজ দেবতাদেরও বিস্ময় উৎপাদন করত, তা অপহৃত হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/৪১) ভগবান বলেছেন, "এই বিশ্বে যেখানেই বিশেষ ঐশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, জ্ঞান আদি বিভূতি দেখা যায়, তা সবই আমার সম্যক্ শক্তির এক নগণ্য অংশ মাত্র।" তাই ভগবানের কৃপা ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কেউই কোন রকম শক্তির প্রকাশ করতে পারে না। ভগবান যখন তাঁর নিত্য মুক্ত পার্ষদ পরিবৃত হয়ে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি কেবল তাঁর নিজেরই দিব্য শক্তি প্রদর্শন করেন, তা নয়, তাঁর পার্ষদ ভক্তদেরও তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট করে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য সাধন করেন।

ভগবদ্গীতায় (৪/৫) বর্ণিত হয়েছে ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদেরা এই পৃথিবীতে বার বার অবতরণ করেন। তাঁর সেই সমস্ত অবতরণের কথা ভগবানের মনে থাকে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে তাঁর ভক্তেরা তাঁদের অবতরণের কথা ভুলে যান। তেমনই, ভগবান যখন এই পৃথিবী থেকে তাঁর লীলা সংবরণ করেন, তখন তিনি তাঁর পার্ষদদেরও তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। ভগবান তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য অর্জুনকে যে তেজ এবং বীর্যে আবিষ্ট করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পর দেবতাদেরও বিস্ময় উৎপাদনকারী অর্জুনের সেই অলৌকিক শক্তি অপহরণ করেছিলেন, কারণ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য সেই সমস্ত শক্তির কোন প্রয়োজন ছিল না।

অর্জুনের মতো মহান্ ভক্ত অথবা স্বর্গের দেবতারাও যদি ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হন এবং ভগবানের দ্বারাই সেই শক্তি থেকে বঞ্চিত হন, তা হলে তাঁদের তুলনায় অতি নগণ্য সাধারণ জীবদের কথা বলে আর কি হবে! অতএব কারও পক্ষেই ভগবানের কাছ থেকে ধার করা শক্তিতে গর্বিত হওয়া উচিত নয়।

প্রকৃতিস্থ মানুষের কর্তব্য ভগবানের এই ধরনের কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করে ভগবানের সেবায় তাঁর সেই শক্তিকে নিয়োজিত করা। ভগবান যে কোন সময় সেই শক্তি প্রত্যাহার করে নিতে পারেন, তাই ভগবানের সেবাতেই এই ধরনের শক্তি এবং ঐশ্বর্যের প্রয়োগ করাই হল সেগুলির সর্বোত্তম উপযোগিতা।

শ্লোক ৬

যস্য ক্ষণবিয়োগেন লোকো হ্যপ্রিয়দর্শনঃ ।
উক্‌থেন রহিতো হ্যেয মৃতকঃ প্রোচ্যতে যথা ॥ ৬ ॥

যস্য—যার; **ক্ষণ**—এক পলক; **বিয়োগেন**—বিরহের ফলে; **লোকঃ**—সমগ্র জগৎ; **হি**—অবশ্যই; **অপ্রিয়-দর্শনঃ**—সব কিছু অপ্রিয় বলে মনে হয়; **উক্‌থেন**—প্রাণের

দ্বারা; **রহিতঃ**—বিযুক্ত; **হি**—অবশ্যই; **এষঃ**—এই সমস্ত; **মৃতকঃ**—মৃত দেহগুলি; **প্রোচ্যতে**—বলা হয়; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

আমি তাঁকে হারিয়েছি যাঁর ক্ষণকালের বিরহে এই সমগ্র ভুবনের সব কিছুই প্রাণহীন দেহের মতো অপ্রিয় এবং শূন্য বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে কোন জীবের কাছেই ভগবানের থেকে প্রিয়তর আর কিছুই নেই। ভগবান স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ রূপে নিজেকে অসংখ্য রূপে বিস্তার করেন। পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবানের স্বাংশ, আর জীব হচ্ছে তাঁর বিভিন্নাংশ। আত্মা জড় দেহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আত্মাহীন জড় দেহের কোনই মূল্য নেই; তেমনই পরমাত্মা বিনা আত্মারও কোন গুরুত্ব বা মর্যাদা নেই। আবার তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মারও কোন অস্তিত্ব নেই; সে-কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তারা সকলেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, অথবা পরস্পর নির্ভরশীল; তাই চূড়ান্ত বিচারে ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত কিছুর পরম তত্ত্ব বা সর্ব কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ৭

যৎসংশ্রয়াদ্ দ্রুপদগেহমুপাগতানাং
রাজ্ঞাং স্বয়ংবরমুখে স্মরদুর্মদানাম্ ।
তেজো হৃতং খলু ময়াভিহতশ্চ মৎস্যঃ
সজ্জীকৃতেন ধনুষাধিগতা চ কৃষ্ণা ॥ ৭ ॥

যৎ—যাঁর কৃপায়; **সংশ্রয়াৎ**—বলের দ্বারা; **দ্রুপদ-গেহম্**—মহারাজ দ্রুপদের প্রাসাদে; **উপাগতানাম্**—সমুপস্থিত সকলে; **রাজ্ঞাম্**—রাজা এবং রাজপুত্রদের; **স্বয়ংবর-মুখে**—স্বয়ংবর সভায়; **স্মরদুর্মদানাম্**—কামোন্মত্ত; **তেজঃ**—শক্তি; **হৃতম্**—পরাভূত হয়েছিল; **খলু**—যথাযথভাবে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অভিহতঃ**—বিদ্ধ হয়েছিল; **চ**—ও; **মৎস্যঃ**—মৎস্যাকৃতির লক্ষ্য; **সজ্জীকৃতেন**—জ্যা আরোপণ করে; **ধনুষা**—ধনুকের দ্বারা, **অধিগতা**—প্রাপ্ত হয়েছিলাম; **চ**—ও; **কৃষ্ণা**—দ্রৌপদী।

অনুবাদ

আমি কেবল তাঁরই কৃপার বলে বলীয়ান্ হয়ে, দ্রুপদ রাজভবনে স্বয়ংবর সভায় সমাগত কামোন্মত্ত নৃপতিদের প্রভাব পরাভূত করেছিলাম। আমার ধনুকের জ্যা আরোপণ করে মৎস্যরূপী লক্ষ্য বিদ্ধ করেছিলাম এবং তার ফলে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলাম।

তাৎপর্য

দ্রৌপদী ছিলেন মহারাজ দ্রুপদের পরমা সুন্দরী কন্যা, এবং যখন তিনি তরুণী বালিকা ছিলেন, তখনই তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রায় সমস্ত রাজা এবং রাজপুত্রেরাই তাঁর পাণিগ্রহণের আকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ দ্রুপদ অর্জুনের হস্তেই তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। বাড়ির ছাদে ঝোলানো একটি চক্রের আড়ালে একটি মৎস্য ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, এবং ওপরে তাকিয়ে সেটি কাউকে লক্ষ্য করতে দেওয়া হয়নি। ভূমিতে একটি পাত্রে জলের মধ্যে সেই চক্র এবং মৎস্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছিল এবং সেই পাত্রের কম্পমান জলের মধ্যে তাকিয়ে সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করতে বলা হয়।

মহারাজ দ্রুপদ ভালভাবেই জানতেন যে, কেবল অর্জুন, অথবা তা না হলে কর্ণ সার্থকভাবে সেই লক্ষ্য ভেদ করতে সক্ষম। কিন্তু তবু তিনি চেয়েছিলেন অর্জুনের হস্তেই কেবল তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করতে। আর সেই রাজপুত্রদের সমবেত স্বয়ংবর সভায় রাজন্যবর্গের সম্মুখে দ্রৌপদীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন তাঁর বয়স্থা ভগিনী দ্রৌপদীর পরিচয় করিয়ে দেন, তখন কর্ণ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদী চতুরতার সঙ্গে অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কর্ণকে পরিহার করেন, এবং তিনি তাঁর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্নের মাধ্যমে তাঁর বাসনা ব্যক্ত করেন যে, ক্ষত্রিয়ের থেকে অধম কোন পুরুষের পাণিগ্রহণ করতে তিনি অক্ষম। বৈশ্য এবং শূদ্রেরা হচ্ছেন ক্ষত্রিয়ের থেকে অধম। কর্ণকে সকলেই এক শূদ্রসুত পুত্ররূপে জানতেন। তাই এই অজুহাতে দ্রৌপদী কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন যখন কঠিন লক্ষ্যভেদ করেন, তখন প্রত্যেকেই অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা সকলেই, বিশেষ করে কর্ণ, অর্জুনের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সচরাচর যেমন ঘটে থাকে, তেমনই রাজন্যবর্গের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জুন তাদের সকলকে পরাস্ত করে কৃষ্ণা বা দ্রৌপদীর মর্যাদামণ্ডিত পাণিগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যাঁর বলে বলীয়ান্ হয়ে

অর্জুন এই ধরনের অপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে সেই ঘটনা স্মরণ করে অর্জুন শোক প্রকাশ করছিলেন।

শ্লোক ৮

যৎ সন্নিধাবহমু খাণ্ডবমগ্নয়েঽদা-
মিন্দ্রং চ সামরগণং তরসা বিজিত্য ।
লব্ধা সভা ময়কৃতাদ্ভুতশিল্পমায়া
দিগ্‌ভ্যোঽহরন্নৃপতয়ো বলিমধ্বরে তে ॥ ৮ ॥

যৎ—যাঁর; **সন্নিধৌ**—সন্নিধানে; **অহম্**—আমি; **উ**—বিস্ময়সূচক শব্দ; **খাণ্ডবম্**—দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক সুরক্ষিত বন; **আগ্নয়ে**—অগ্নিদেবকে; **অদাম্**—অর্পণ করেছিলাম; **ইন্দ্রম্**—ইন্দ্রকে; **চ**—ও; **স**—সহ; **অমরগণম্**—দেবগণ; **তরসা**—দক্ষতা সহকারে; **বিজিত্য**—পরাভূত করে; **লব্ধা**—লাভ করে; **সভা**—রাজসভা; **ময়-কৃতা**—ময়দানব কর্তৃক নির্মিত; **অদ্ভুত**—অতি আশ্চর্যজনক; **শিল্প**—শিল্পনৈপুণ্য; **মায়া**—মায়াময়ী শক্তি; **দিগভ্যঃ**—চতুর্দিক থেকে; **অহরন্**—সমাগত; **নৃপতয়ঃ**—নরপতিগণ; **বলিম্**—উপহারসমূহ; **অধ্বরে**—প্রদান করেছিলেন; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

তিনি নিকটে ছিলেন বলেই দক্ষতা সহকারে আমি দেবতাগণ সহ মহাবলবান ইন্দ্রদেবকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলাম, এবং তাই অগ্নিদেবকে খাণ্ডব বন দহন করতে দিতে পেরেছিলাম। কেবল তাঁরই করুণায় সেই জ্বলন্ত খাণ্ডব বনের মধ্যে থেকে ময়দানব রক্ষা পেয়েছিল, এবং তাই আমাদের আশ্চর্য স্থাপত্য শিল্পমণ্ডিত মায়াময়ী সভাগৃহটি আমরা গড়ে তুলতে পেরেছিলাম—যে-সভাগৃহে সমস্ত নরপতিরা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন এবং আপনাকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ময়দানব খাণ্ডব বনে বাস করত; এবং খাণ্ডব বন দহনের সময়, সে অর্জুনের সাহায্য ভিক্ষা করেছিল। অর্জুন তার প্রাণ রক্ষা করেন এবং তার ফলে দানবটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সে পাণ্ডবদের জন্য এক বিস্ময়কর সভাগৃহ গড়ে দিয়ে তার প্রতিদান করেছিল, যা বিভিন্ন রাজ্যের নৃপতিদের অসাধারণ মনোযোগ আকর্ষণ

করেছিল। তাঁরা পাণ্ডবদের অলৌকিক অতিপ্রাকৃত শক্তি অনুভব করতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা নিঃসঙ্কোচে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বশ্যত্য স্বীকার করেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ প্রদান করে।

দানবেরা তাদের বিস্ময়কর এবং অতিপ্রাকৃত মায়াশক্তির প্রভাবে জড়জাগতিক বিস্ময় উৎপাদন করবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু তারা সর্বদাই সমাজে উৎপাত সৃষ্টিকারী। অনিষ্টকারী জড় বৈজ্ঞানিকেরা হচ্ছে আধুনিক যুগের দানব, যারা কিছু কিছু জড়জাগতিক বিস্ময় উৎপাদন করে সমাজে উৎপাতের সৃষ্টি করে। যেমন, পারমাণবিক অস্ত্রের সৃষ্টি মানব সমাজে বেশ কিছুটা সন্ত্রাসের কারণ হয়েছে।

ময় ছিল তেমনই একজন জড়বাদী, এবং এই ধরনের আশ্চর্যজনক বস্তু সৃষ্টি করার কৌশল তার জানা ছিল এবং তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। সে যখন অগ্নি এবং শ্রীকৃষ্ণের চক্র উভয়ের দ্বারা আক্রান্ত ও পশ্চাদ্ধাবিত হয়েছিল, তখন সে অর্জুনের মতো এক ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং অর্জুন তাকে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা করেন।

সুতরাং ভগবদ্ভক্তরা ভগবানের থেকেও অধিক কৃপাময়, এবং ভগবদ্ভক্তির মার্গে ভগবানের কৃপা থেকে ভক্তের কৃপা অধিক বলবান। অগ্নিদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখেন যে, অর্জুনের মতো এক মহান্ ভক্ত তাকে আশ্রয় দান করেছেন, তখন তাঁরা উভয়েই সেই অসুরটির পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত হন।

ময়দানব তখন অর্জুনের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করার মানসে তাঁর কিছু সেবা করতে চায়, কিন্তু বিনিময়ে অর্জুন কিছু গ্রহণ করতে চাননি। শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য তাঁর ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য ময়দানবের প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যুধিষ্ঠির মহারাজের জন্য একটি আশ্চর্যজনক সভাগৃহ তৈরি করে দিতে। ভগবদ্ভক্তির পন্থা হচ্ছে যে, ভক্তের কৃপায় ভগবানের কৃপা লাভ হয়, এবং ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্তের সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায়। ভীমসেনের গদাটিও ময়দানবের উপহার।

শ্লোক ৯

যত্তেজসা নৃপশিরোঽঙ্ঘ্রিমহন্মখার্থম্
আর্যোঽনুজস্তব গজাযুতসত্ত্ববীর্যঃ ।
তেনাহৃতাঃ প্রমথনাথমখায় ভূপা
যন্মোচিতাস্তদনয়ন্ বলিমধ্বরে তে ॥ ৯ ॥

যৎ—যাঁর; **তেজসা**—তেজ প্রভাবে; **নৃপ-শিরঃ-অঙ্ঘ্রিম্**—যাঁর পা রাজাদের মস্তক দ্বারা ভূষিত; **অহন্**—হত্যা করা হয়েছিল; **মখ-অর্থম্**—যজ্ঞের জন্য; **আর্যঃ**—সম্মানীয়; **অনুজঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **তব**—তোমার; **গজ-অযুত**—দশ সহস্র হস্তী; **সত্ত্ববীর্যঃ**—শক্তিশালী অস্তিত্ব; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **আহৃতাঃ**—আহরণ করা হয়েছিল; **প্রমথনাথ**—ভূতেদের দেবতা (মহাভৈরব); **মখায়**—যজ্ঞের জন্য; **ভূপাঃ**—রাজাগণ; **যৎ-মোচিতাঃ**—যাঁর দ্বারা তাঁরা মুক্ত হয়েছিলেন; **তৎ-অনয়ন্**—তাঁরা সকলেই নিয়ে এসেছিলেন; **বলিম্**—কর; **অধ্বরে**—উপহার দিয়েছিলেন; **তে**—তোমার।

অনুবাদ

দশ হাজার হাতির শক্তি সমন্বিত আপনার ভ্রাতা ভগবানেরই কৃপায় বধ করেছিলেন জরাসন্ধকে, যার পদযুগল বহু নৃপতিদের দ্বারা পূজিত হত। জরাসন্ধের মহাভৈরব যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য এই সমস্ত রাজাদের নিয়ে আসা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা এইভাবে মুক্ত হয়েছিলেন। পরে তাঁরা আপনাকে কর প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

জরাসন্ধ ছিল মগধের এক অতি শক্তিশালী রাজা এবং তার জন্ম এবং কার্যকলাপও খুব চিত্তাকর্ষক। তার পিতাও মহারাজ বৃহদ্রথ ছিলেন মগধের অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং সমৃদ্ধিশালী রাজা, কিন্তু কাশীরাজের দুই কন্যাকে বিবাহ করা সত্ত্বেও তাঁর কোন পুত্র ছিল না। দুই পত্নী থেকেই পুত্র লাভে নিরাশ হয়ে রাজা পত্নীসহ গৃহত্যাগ করে তপস্যা করার জন্য বনে যান, কিন্তু বনে এক মহান্ ঋষির কাছে পুত্রলাভের বর পান আর সেই মহর্ষি রানীদের খাওয়ানোর জন্য একটি আম তাঁকে দেন। রানীরা আমটি খান এবং অচিরেই গর্ভবতী হন। এইভাবে রানীদের গর্ভবতী হতে দেখে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হন, কিন্তু যখন প্রসবের সময় উপস্থিত হয়, তখন দুই রানীর গর্ভ থেকে দুই ভাগে বিভক্ত একটি শিশু উৎপন্ন হয়। সেই দুটি ভাগ বনে ফেলে দেওয়া হয়, যেখানে এক রাক্ষসী বাস করত। এক নবজাত শিশুর কোমল মাংস এবং রক্ত পেয়ে সেই রাক্ষসীটি খুশি হয়, এবং কৌতূহলের বশে সে যখন দুটি অংশকে একত্রিত করে, তখন সেই শিশুটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং জীবন লাভ করে।

সেই রাক্ষসীটির নাম ছিল জরা, এবং সে নিঃসন্তান রাজার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে রাজাকে সেই সুন্দর শিশুটি উপহার দেয়। রাজা তখন রাক্ষসীটির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাকে ইচ্ছা অনুসারে কোন পুরস্কার দিতে চান। রাক্ষসীটি

তখন তাঁকে জানায় যে, তার নাম অনুসারে যেন সেই শিশুটির নামকরণ করা হয়, এবং রাজা তখন তার নাম রাখেন জরাসন্ধ, অর্থাৎ জরা রাক্ষসী যাকে যুক্ত করেছিল।

আসলে, বিপ্রচিত্তি নামে অসুরের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে এই জরাসন্ধ জন্মেছিল। রানীদের সন্তান লাভের জন্য যে মহাত্মা বরদান করেন, তাঁর নাম ছিল চন্দ্রকৌশিক, এবং তিনি সেই শিশুটির পিতা বৃহদ্রথকে শিশুটি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

জন্ম থেকেই জরাসন্ধ আসুরিক ভাবাপন্ন হওয়ার ফলে, সে স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ভূত এবং আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষদের ঈশ্বর শিবের পরম ভক্ত হয়। রাবণও ছিল শিবের পরম ভক্ত। শিবভক্ত জরাসন্ধ সমস্ত বন্দী রাজাদের মহাভৈরবের কাছে (শিবের কাছে) বলি দিত, এবং তার দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তির প্রভাবে সে বহু রাজাদের বন্দী করে রেখেছিল মহাভৈরবের কাছে বলি দেওয়ার জন্য।

পূর্বে মগধ নামে পরিচিত বিহার প্রদেশে মহাভৈরব বা কালভৈরবের বহু ভক্ত রয়েছে। জরাসন্ধ ছিল শ্রীকৃষ্ণের মাতুল কংসের আত্মীয়, এবং তাই কংসের মৃত্যুর পর জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের ঘোর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ ও জরাসন্ধের মধ্যে বহু সংগ্রাম হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে সংহার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত মানুষদের সংহার করতে চাননি। তাই তিনি তাকে হত্যা করার একটি পরিকল্পনা করেন। ভীম এবং অর্জুনকে নিয়ে তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে জরাসন্ধের কাছে যান এবং তার কাছে দান ভিক্ষা করেন। কোন ব্রাহ্মণ কখনও জরাসন্ধের কাছে দান ভিক্ষা করলে জরাসন্ধ কখনও তাকে প্রত্যাখ্যান করত না। জরাসন্ধ বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ভগবদ্ভক্তের সমকক্ষ হয়নি। শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুন দান স্বরূপ জরাসন্ধের কাছে যুদ্ধ প্রার্থনা করেন, এবং স্থির হয়েছিল যে, জরাসন্ধ কেবল ভীমের সঙ্গেই মল্লযুদ্ধ করবে। এইভাবে তাঁরা একই সঙ্গে জরাসন্ধের অতিথি এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী হন। ভীম এবং জরাসন্ধ কয়েকদিন ধরে প্রতিদিন মল্লযুদ্ধ করেন। ভীম বিফলমনোরথ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ইঙ্গিতে জানান যে, জন্মের সময় জরাসন্ধের দেহের দুই অর্ধাংশ যুক্ত করা হয়েছিল। তখন ভীম তার দেহ আবার দ্বিধাবিভক্ত করে তাকে হত্যা করেন।

মহাভৈরবের কাছে বলি দেওয়ার জন্য যে সমস্ত রাজাদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল, ভীমের দ্বারা এইভাবে তাঁরা মুক্ত হন। পাণ্ডবদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করে, তাঁরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বন্দনা করেছিলেন এবং নানা প্রকার উপঢৌকন প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১০

পত্ন্যাস্তবাধিমখক্লিপ্তমহাভিষেক-
শ্লাঘিষ্ঠচারুকবরং কিতবৈঃ সভায়াম্ ।
স্পৃষ্টং বিকীর্য পদয়োঃ পতিতাশ্রুমুখ্যা
যস্তৎ স্ত্রিয়োঽকৃতহতেশবিমুক্তকেশাঃ ॥ ১০ ॥

পত্ন্যাঃ—পত্নীর; **তব**—তোমার; **অধিমখ**—মহা যজ্ঞোৎসবের সময়; **ক্লিপ্ত**—বস্ত্র ভূষিত; **মহাভিষেক**—বিশেষভাবে পবিত্র করা হয়েছিল; **শ্লাঘিষ্ঠ**—এইভাবে মহিমান্বিত হয়ে; **চারু**—সুন্দর; **কবরম্**—কবরী; **কিতবৈঃ**—দুষ্টদের দ্বারা; **সভায়াম্**—মহান্ সভায়; **স্পৃষ্টম্**—ধরে; **বিকীর্য**—স্খলিত; **পদয়োঃ**—পায়ে; **পতিত-অশ্রু-মুখ্যাঃ**—অশ্রুপূর্ণ নেত্রে পতিত; **যঃ**—যিনি; **তৎ**—তাদের; **স্ত্রিয়ঃ**—পত্নীগণ; **অকৃত**—হয়েছিল; **হত-ঈশ**—পতি বিহীন; **বিমুক্ত কেশাঃ**—আলুলায়িত কেশ।

অনুবাদ

রাজসূয় যজ্ঞোৎসবে বিশেষভাবে পবিত্র এবং সুন্দর বস্ত্র আভরণে সজ্জিতা তোমার পত্নীকে যখন দুষ্কৃতকারীরা কেশাকর্ষণ করেছিল, তখন সে অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হয়েছিল, এবং তিনিই সেই দুষ্কৃতকারীদের পত্নীদের কেশ বেণীমুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারানী দ্রৌপদীর কেশ ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং তা রাজসূয় যজ্ঞের সময় পবিত্র করা হয়েছিল। কিন্তু দ্যূতক্রীড়ায় তাঁকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির যখন তাঁকে হারান, দুঃশাসন তাঁকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাঁর মহিমামণ্ডিত কেশ আকর্ষণ করে, দ্রৌপদী তখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হন, এবং শ্রীকৃষ্ণ স্থির করেছিলেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলস্বরূপ দুঃশাসন এবং তার গোষ্ঠীর সকলের পত্নীদের কেশ বেণীমুক্ত হবে। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর, যখন ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র এবং পৌত্রেরা হত হয়েছিল, তখন তাদের সকলের পত্নীরা বৈধব্য দশা বরণ করে কেশ বেণীমুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। অর্থাৎ ভগবানের এক পরম ভক্তকে দুঃশাসন অপমান করেছিল বলেই কুরুবংশের সমস্ত স্ত্রীরা বিধবা হয়েছিল।

কোনও দুষ্কৃতকারী ভগবানকে অপমান করলে তিনি তা সহ্য করতে পারেন, কেননা পুত্র পিতাকে অপমান করলেও পিতা তা সহ্য করেন। কিন্তু তিনি কখনও তাঁর ভক্তের অপমান সহ্য করতে পারেন না। কোন মহাত্মাকে অপমান করলে মানুষ তার সমস্ত পুণ্যের ফল কৃপাশীর্বাদ সব কিছুই হারায়।

শ্লোক ১১

যো নো জুগোপ বন এত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রাদ্
দুর্বাসসোঽরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্‌যঃ ।
শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রীলোকীং
তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসংঘঃ ॥ ১১ ॥

যঃ—যিনি; নঃ—আমরা; **জুগোপ**—রক্ষা করেছিলেন; **বন**—বনে; **এত্য**—প্রবেশ করে; **দুরন্ত**—ভয়ানক; **কৃচ্ছ্রাৎ**—সঙ্কট থেকে; **দুর্বাসসঃ**—দুর্বাসা মুনির; **অরি**—শত্রু; **রচিতাৎ**—রচিত; **অযুত**—দশ সহস্র; **অগ্রভুক্**—অগ্রে আহারকারী; যঃ—যিনি; **শাক-অন্ন-শিষ্টম্**—ভুক্তাবশেষ; **উপযুজ্য**—গ্রহণ করে; **যতঃ**—যেহেতু; **ত্রিলোকীম্**—ত্রিভুবন; **তৃপ্তাম্**—পরিতৃপ্ত; **অমংস্ত**—মনে মনে চিন্তা করেছিলেন; **সলিলে**—জলে; **বিনিমগ্নসংঘঃ**—স্বগোষ্ঠী জলে নিমজ্জিত হয়ে।

অনুবাদ

আমাদের বনবাসের সময়, আমাদের ভয়ঙ্কর সঙ্কটে ফেলার জন্য আমাদের শত্রুরা, দুর্বাসা মুনিকে, যিনি তাঁর অযুত শিষ্যসহ ভোজন করেন, আমাদের আশ্রমে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি (শ্রীকৃষ্ণ), শাকান্নের অবশিষ্টমাত্র গ্রহণ করেই আমাদের রক্ষা করেছিলেন। ঐভাবে তিনি অন্ন গ্রহণ করেছিলেন বলে নদীতে স্নানরত মুনিগোষ্ঠী বিপুল পরিমাণে আহারের পরিতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন আর সমগ্র ত্রিভুবনও তাতে পরিতৃপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

দুর্বাসা মুনি ঃ কঠোর তপশ্চর্যা সহকারে ধর্মনীতি অনুশীলনে বদ্ধপরিকর এক শক্তিশালী ব্রহ্মজ্ঞ যোগী ব্রাহ্মণ। তাঁর নাম বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত, এবং মনে হয় যে তিনি শিবের মতোই অতি সহজে প্রসন্ন হতেন এবং অল্প দোষেই আবার অত্যন্ত রুষ্ট হতেন। তিনি যখন প্রসন্ন হতেন, তখন তিনি তাঁর সেবকের প্রভূত কল্যাণ সাধন করতেন, কিন্তু রুষ্ট হলে, চরম দুর্দশার সৃষ্টি করতে পারতেন। কুমারী কুন্তী তাঁর পিতৃগৃহে সমস্ত মহান্ ব্রাহ্মণদের সব রকম পরিচর্যা করতেন, এবং তাঁর সেবায় প্রসন্ন হয়ে দুর্বাসা মুনি তাঁকে বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি যে কোন দেবতাকে আহ্বান করতে পারবেন। দুর্বাসা মুনি ছিলেন শিবের অংশাবতার, তাই তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট হতেন অথবা রুষ্ট হতেন। তিনি

ছিলেন শিবের পরম ভক্ত, এবং শিবের আদেশে তিনি শ্বেতকেতুর শতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে পুরোহিত হতে সম্মত হন। মাঝে মাঝে তিনি ইন্দ্রদেবের স্বর্গ সভায় যেতেন। তাঁর বিপুল যোগ শক্তির সাহায্যে তিনি মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারতেন এবং তিনি জড় জগতের ঊর্ধ্বে বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত বহু দূর অবধি বিচরণ করেছিলেন। সারা পৃথিবীর রাজা এবং ভগবানের পরম ভক্ত মহারাজ অম্বরীষের সঙ্গে তাঁর কলহের সময়ে তিনি এই দীর্ঘ দূরত্ব এক বছরে অতিক্রম করেছিলেন।

তাঁর দশ হাজার শিষ্য ছিল, এবং যখনই তিনি কোন ক্ষত্রিয় রাজার আতিথ্য বরণ করতেন, তখন তিনি তাঁর বেশ কয়েকজন শিষ্যদেরও নিয়ে যেতেন। এক সময় তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শত্রু এবং পিতৃব্য পুত্র দুর্যোধনের গৃহে যান। দুর্যোধন যথেষ্ট বুদ্ধিমানের মতোই সর্বতোভাবে সেই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করেছিল এবং সেই মহান ঋষি, দুর্যোধনকে কিছু বর দিতে চেয়েছিলেন। দুর্যোধন তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে জানত আর সে এও জানত যে, এই যোগী-ব্রাহ্মণ যদি অসন্তুষ্ট হন, তা হলে তিনি ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হতে পারেন এবং এইভাবে এই ব্রাহ্মণকে তার শত্রু, জ্ঞাতিভাই পাণ্ডবদের উপর ক্রোধ প্রদর্শনে নিযুক্ত করার জন্য সে এক পরিকল্পনা করেছিল। সেই ঋষি যখন দুর্যোধনকে কিছু বর দিতে চাইলেন, তখন সে তাঁকে জানিয়েছিল যে, তিনি যেন তার জ্ঞাতিভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে পদার্পণ করেন। দুর্যোধন অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন দ্রৌপদীসহ তাদের সকলের ভোজন সমাপ্ত হওয়ার পর সেখানে যান। দুর্যোধন জানত যে, দ্রৌপদীর ভোজন হয়ে যাওয়ার পর, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এই রকম বিপুলসংখ্যক ব্রাহ্মণ অতিথিদের প্রসাদে আপ্যায়িত করা অসম্ভব হবে আর তাতে ঋষি অসন্তুষ্ট হবেন এবং তার জ্ঞাতিভাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য কোন এক মহা বিপদের সৃষ্টি করবেন। এটিই ছিল দুর্যোধনের পরিকল্পনা। দুর্বাসা মুনি এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং দুর্যোধনের পরিকল্পনা অনুসারে মহারাজ এবং দ্রৌপদীর ভোজন সমাপ্ত হওয়ার পর বনবাসী মহারাজের কাছে উপস্থিত হন।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দুয়ারে আসা মাত্রই তাঁকে স্বাগত জানানো হয়, এবং মহারাজ তাঁকে অনুরোধ করেন মধ্যাহ্নিক ধর্মকৃত্য নদীতে সমাপন করতে, ততক্ষণে তাঁদের ভোজন তৈরি হয়ে যাবে। দুর্বাসা মুনি তাঁর বিপুলসংখ্যক শিষ্যদের নিয়ে নদীতে স্নান করতে গেলেন, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর অতিথিদের কি ভাবে আপ্যায়ন করবেন, তাই নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। দ্রৌপদীর আহার গ্রহণ না করা পর্যন্ত যতজন হোক্ অতিথিকে ভোজন করানো যেত, কিন্তু দুর্যোধনের

পরিকল্পনা অনুসারে সেই ঋষি দ্রৌপদীর ভোজনের পর সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভক্তেরা যখন কোন অসুবিধায় পড়েন, তখন তাঁরা একাগ্র চিত্তে ভগবানকে স্মরণ করেন। তাই দ্রৌপদী সেই ভয়ঙ্কর অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেছিলেন, এবং সর্বব্যাপ্ত ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁর ভক্তের বিপদের কথা জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে দ্রৌপদীকে বলেন তাঁর কাছে যেটুকু খাদ্য আছে তাই তাঁকে দিতে। ভগবানের এই অনুরোধে দ্রৌপদী অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন, কারণ তাঁর কাছে তখন কোন খাদ্যই আর ছিল না। তখন দ্রৌপদী ভগবানকে বললেন, যদি তিনি নিজে আহার গ্রহণ না করতেন, তা হলে সূর্যদেবের দেওয়া সেই রহস্যময় থালি থেকে অপর্যাপ্ত খাদ্য তিনি সরবরাহ করতে পারতেন। কিন্তু সেদিন ইতিমধ্যেই তাঁর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, এবং তাই তাঁরা এই বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন।

তাঁর এই দুর্দশার কথা ব্যক্ত করে দ্রৌপদী ভগবানের সামনে নারীসুলভ ক্রন্দন করতে লাগলেন। ভগবান তখন রন্ধন পাত্রে কোন খাদ্যকণিকা পড়ে আছে কিনা তা দেখবার জন্য পাত্রগুলি আনতে বললেন। এবং দ্রৌপদী দেখলেন যে, রন্ধন পাত্রে কয়েকটি শাকের টুকরো তখনও লেগে রয়েছে। ভগবান তখনই তা তুলে নিয়ে আহার করলেন। আহারের পর তিনি দ্রৌপদীকে বললেন তাঁর অতিথি, গোষ্ঠীসহ দুর্বাসা মুনিকে ভোজন করার জন্য আহ্বান করতে।

ভীমকে নদীতে পাঠানো হল তাঁদের ডাকবার জন্য। তাঁদের কাছে গিয়ে ভীম জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাত্মাগণ, আপনারা এত দেরি করছেন কেন? আসুন, আপনাদের ভোজন তৈরি হয়ে আছে।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এক কণা ভোজনের ফলে সেই ব্রাহ্মণেরা অনুভব করলেন যেন নদীতে স্নান করার সময় তাঁরা অপর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করেছেন। তাঁরা বিচার করলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই তাঁদের জন্য বহু মূল্যবান বিবিধ প্রকার আহার্য প্রস্তুত করেছেন এবং যেহেতু ক্ষুধা না থাকায় তাঁরা আর খেতে পারবেন না, তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত দুঃখিত হবেন, তাই সেখানে না যাওয়াই সমীচীন হবে। এইভাবে তাঁরা সেখান থেকে প্রস্থান করতে মনস্থ করলেন।

এই ঘটনাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভগবান হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, এবং তাই তিনি যোগেশ্বর নামে পরিচিত। এই ঘটনাটি থেকে আর একটি শিক্ষাও লাভ করা যায় যে, প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা, এবং তার ফলে সকলেই, এমন কি দশ সহস্র অতিথি পর্যন্ত, সম্পূর্ণ রূপে তৃপ্ত হবেন। এইটিই ভগবদ্ভক্তির পন্থা।

শ্লোক ১২

যত্তেজসাথ ভগবান্ যুধি শূলপাণি-
র্বিস্মাপিতঃ সগিরিজোঽস্ত্রমদান্নিজং মে ।
অন্যেঽপি চাহমমুনৈব কলেবরেণ
প্রাপ্তো মহেন্দ্রভবনে মহদাসনার্ধম্ ॥ ১২ ॥

যৎ—যার দ্বারা; **তেজসা**—প্রভাবে; **অথ**—এক সময়; **ভগবান্**—দেবাদিদেব মহাদেব; **যুধি**—যুদ্ধে; **শূলপাণিঃ**—ত্রিশূলধারী; **বিস্মাপিতঃ**—বিস্মিত; **সগিরিজঃ**—হিমালয়ের কন্যাসহ; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **অদাৎ**—দান করেছিলেন; **নিজম্**—তাঁর নিজের; **মে**—আমাকে; **অন্যেঽপি**—অন্যরাও; **চ**—এবং; **অহম্**—আমি; **অমুনা**—এর দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কলেবরেণ**—শরীর দ্বারা ; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়েছি; **মহেন্দ্রভবনে**—ইন্দ্রদেবের আলয়ে; **মহৎ**—মহান্; **আসনার্ধম্**—আসনের অর্ধভাগ।

অনুবাদ

তাঁরই প্রভাবে আমি যুদ্ধে দেবাদিদেব মহাদেবকে এবং তাঁর পত্নী পার্বতীকে বিস্ময়ান্বিত করতে সমর্থ হয়েছিলাম। তিনি (শিব) তখন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর নিজের অস্ত্র প্রদান করেছিলেন। অন্য দেবতারাও তাঁদের নিজের নিজের অস্ত্র আমাকে দান করেছিলেন, এবং তা ছাড়াও এই শরীরেই আমি স্বর্গলোকে যেতে পেয়েছিলাম এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সভায় আমাকে তাঁর মহান আসনের অর্ধভাগ দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দেবাদিদেব মহাদেবসহ সমস্ত দেবতারা অর্জুনের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। মহাদেব অথবা অন্য দেবতাদের দ্বারা অনুগৃহীত হলেও পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ না হতেও পারে। রাবণ ছিল শিবের পরম ভক্ত, কিন্তু সে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা পেতে পারেনি।

পুরাণে এইরকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু এই দৃষ্টান্তটি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অর্জুন মহাদেবের সাথে যুদ্ধ করলেও মহাদেব তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। ভগবানের ভক্তেরা জানেন কিভাবে দেবতাদের সম্মান প্রদর্শন করতে হয়, কিন্তু দেবদেবীদের ভক্তেরা কখনও কখনও মূর্খতাবশত মনে করে যে, পরম

পুরুষোত্তম ভগবান তাদের উপাস্য দেবতাদের থেকে বুঝি শ্রেষ্ঠ নন। এই ধরনের ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা অপরাধ করে এবং পরিণামে রাবণের মতোই গতিপ্রাপ্ত হয়।

অর্জুন যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখ্যভাবাপন্ন কার্যকলাপের বর্ণনা করেছেন, তা থেকে সকলেই এই শিক্ষা লাভ করতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে সর্বতোভাবে মঙ্গল লাভ হয়, কিন্তু দেবতাদের ভক্ত বা উপাসকেরা যা লাভ করে তা আংশিক, এবং দেব-দেবীদের মতোই অপূর্ণ এবং অনিত্য।

এই শ্লোকটির আর একটি তাৎপর্য হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জুন সশরীরে স্বর্গে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে সসম্মানে তাঁর আসনের অর্ধভাগ দান করেছিলেন। শাস্ত্রের কর্মকাণ্ডে নির্দেশিত পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়, এবং *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২১)* বলা হয়েছে যে, সেই সমস্ত পুণ্য কর্মের ফল ক্ষয় হয়ে গেলে, পুনরায় এই মর্তলোকে অধঃপতিত হতে হয়। চন্দ্রলোকও স্বর্গলোকেরই স্তরে অবস্থিত, এবং যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেছেন, দান করেছেন, এবং কঠোর তপস্যা করেছেন, তাঁরাই কেবল দেহত্যাগ করার পর স্বর্গলোকে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় অর্জুন সশরীরে স্বর্গে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা না হলে কখনই তা সম্ভব নয়।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে স্বর্গলোকে যাওয়ার চেষ্টা করছে, তা কখনই সম্ভব হবে না, কারণ তারা অর্জুনের সমকক্ষ নয়। তারা সাধারণ মানুষ, তাদের যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার পুণ্য ফলও অর্জিত নেই।

জড় শরীর সত্ত্ব, রজো ও তমো—প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত। বর্তমান যুগের জনসাধারণ সাধারণত রজো এবং তমো গুণের দ্বারা প্রভাবিত, এবং সেই প্রভাব তাদের অত্যধিক কাম এবং লোভের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। এই ধরনের অধঃপতিত মানুষেরা সাধারণত উচ্চলোকে যেতে পারে না।

স্বর্গলোকেরও ঊর্ধ্বে অন্য অনেক গ্রহলোক রয়েছে, সেখানে কেবল সত্ত্ব গুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষেরাই যেতে পারেন। ব্রহ্মাণ্ডের স্বর্গ আদি উচ্চতর গ্রহলোকের অধিবাসীরা অতীব বুদ্ধিমান, তাঁরা মানুষদের থেকে অনেক অনেক গুণ অধিক বুদ্ধিমান, এবং তাঁরা সকলেই সত্ত্বগুণের উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান ব্যক্তি। তাঁরা সকলেই ভগবানের ভক্ত, এবং তাঁদের সত্ত্ব গুণ যদিও অবিমৃশ্য নয়, তথাপি তাঁরা এই জড় জগতের সমস্ত সদ্ গুণাবলীর অধিকারী দেবতা বলেই পরিগণিত হয়ে থাকেন।

শ্লোক ১৩

তত্রৈব মে বিহরতো ভুজদণ্ডযুগ্মং
গাণ্ডীবলক্ষণমরাতিবধায় দেবাঃ ।
সেন্দ্রাঃ শ্রিতা যদনুভাবিতমাজমীঢ়
তেনাহমদ্য মুষিতঃ পুরুষেণ ভূম্না ॥ ১৩ ॥

তত্র—সেই স্বর্গলোকে; **এব**—অবশ্যই; **মে**—আমি; **বিহরতঃ**—অতিথিরূপে অবস্থান কালে; **ভুজদণ্ডযুগ্মম্**—আমার বাহুযুগল; **গাণ্ডীব**—গাণ্ডীব নামক ধনুক; **লক্ষণম্**—চিহ্ন; **অরাতি**—নিবাতকবচ নামক এক অসুর; **বধায়**—হত্যা করার জন্য; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **স**—সহ; **ইন্দ্রাঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **শ্রিতাঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছিল; **যৎ**—যার দ্বারা; **অনুভাবিতম্**—শক্তিমান হতে সম্ভবপর; **আজমীঢ়**—হে আজমীঢ় রাজার বংশধর; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **অহম্**—আমি; **অদ্য**—এখন; **মুষিতঃ**—রহিত; **পুরুষেণ**—ব্যক্তির দ্বারা; **ভূম্না**—পরম।

অনুবাদ

যখন আমি অতিথিরূপে কয়েক দিনের জন্য স্বর্গলোকে অবস্থান করছিলাম; তখন দেবরাজ ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারা নিবাতকবচ নামক এক অসুরকে সংহার করার জন্য গাণ্ডীবধারী আমার বাহুযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। হে আজমীঢ় রাজবংশের বংশধর, এখন আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে হারিয়েছি, যাঁর প্রভাবে আমি এত শক্তিশালী হয়েছিলাম।

তাৎপর্য

স্বর্গের দেবতারা অবশ্যই অধিক বুদ্ধিমান, শক্তিশালী এবং সুন্দর, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের অর্জুনের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছিল, কারণ তাঁর ধনুক গাণ্ডীব ভগবানের কৃপায় বিশেষ শক্তির দ্বারা আবিষ্ট ছিল। পরমেশ্বর ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাঁর কৃপায় তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে অসীম শক্তির অধিকারী হতে পারেন। কিন্তু ভগবান যখন তাঁর শক্তি সংবরণ করেন, তখন ভগবানের ইচ্ছায় তিনি সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হয়ে পড়েন।

শ্লোক ১৪

যদ্বান্ধবঃ কুরুবলাব্ধিমনন্তপার-
মেকো রথেন ততরেঽহমতীর্যসত্ত্বম্ ।
প্রত্যাহৃতং বহু ধনঞ্চ ময়া পরেষাং
তেজাস্পদং মণিময়ঞ্চ হৃতং শিরোভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

যৎ-বান্ধবঃ—যাঁর বন্ধুত্বের দ্বারাই কেবল; **কুরু-বল-অব্ধিম্**—কুরুদের সামরিক শক্তিরূপ সাগর; **অনন্ত পারম্**—দুরতিক্রম্য; **একঃ**—একাকী; **রথেন**—রথারূঢ় হয়ে; **ততরে**—অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলাম; **অহম্**—আমি; **অতীর্য**—অজেয়; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব; **প্রত্যাহৃতম্**—প্রত্যাহার করেছিলেন; **বহু**—অত্যধিক; **ধনম্**—ধন; **চ**—ও; **ময়া**—আমার দ্বারা; **পরেষাম্**—শত্রুদের; **তেজাঃ পদম্**—তেজের উৎস; **মণিময়ম্**—মণিসমূহের দ্বারা মণ্ডিত; **চ**—ও; **হৃতম্**—বলপূর্বক গ্রহণ করা হয়েছিল; **শিরোভ্যঃ**—তাদের মস্তক থেকে।

অনুবাদ

কৌরবদের সামরিক শক্তি ছিল বহু অজেয় প্রাণী সমন্বিত সমুদ্রের মতো, এবং তার ফলে তা ছিল দুরতিক্রম্য। কিন্তু তাঁর সাথে বন্ধুত্বের ফলে, আমি, রথারূঢ় হয়ে তা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এবং তাঁরই কৃপার প্রভাবে আমি গোধন ফিরিয়ে আনতে এবং সমস্ত তেজের উৎস স্বরূপ বহু রাজাদের মণিময় শিরোভূষণ বলপূর্বক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

তাৎপর্য

কৌরবদের পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রমুখ বহু মহান্ সেনানায়ক ছিলেন, এবং তাঁদের সামরিক শক্তি ছিল মহাসমুদ্রের মতোই দুরতিক্রম্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় রথারূঢ় হয়ে অর্জুন একাকী একের পর এক তাঁদের সকলকে অনায়াসে সংহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কৌরবদের পক্ষে অনেক সেনাপতির পরিবর্তন হয়েছিল, কিন্তু পাণ্ডবদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-চালিত রথে আরূঢ় অর্জুন একাকী সেই মহাসমরের সমস্ত দায়িত্ব বহন করেছিলেন।

তেমনই, পাণ্ডবেরা যখন বিরাট রাজার প্রাসাদে অজ্ঞাতভাবে বাস করছিলেন, তখন কৌরবেরা বিরাট রাজার সঙ্গে কলহ করে তাঁর বিশাল গোধন অপহরণ করার প্রচেষ্টা করে। তারা যখন গোধন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন ছদ্মবেশী অর্জুন

তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিরাট রাজার গোধন রক্ষা করেন এবং সমস্ত রাজাদের মণিময় মুকুট বলপূর্বক গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবেই যে তা সম্ভব হয়েছিল, সে কথা অর্জুন তখন স্মরণ করছিলেন।

শ্লোক ১৫

যো ভীষ্মকর্ণগুরুশল্যচমূষ্বদভ্র-
রাজন্যবর্যরথমণ্ডলমণ্ডিতাসু ।
অগ্রেচরো মম বিভো রথযূথপানা-
মায়ুর্মনাংসি চ দৃশা সহ ওজ আর্চ্ছৎ ॥ ১৫ ॥

যঃ—তিনিই; **ভীষ্ম**—ভীষ্ম; **কর্ণ**—কর্ণ; **গুরু**—দ্রোণাচার্য; **শল্য**—শল্য; **চমূষু**—সৈন্যবাহিনীর মধ্যে; **অদভ্র**—বিশাল; **রাজন্যবর্য**—শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ; **রথমণ্ডল**—রথমণ্ডল; **মণ্ডিতাসু**—অলংকৃত হয়ে; **অগ্রেচরঃ**—অগ্রবর্তী; **মম**—আমার; **বিভো**—হে মহারাজ; **রথযূথপানাম্**—সমস্ত মহারথীদের; **আয়ুঃ**—আয়ু অথবা সকাম কর্ম; **মনাংসি**—মনের উদ্দীপনা; **চ**—ও; **দৃশা**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **স**—বল; **ওজঃ**—শক্তি; **আর্চ্ছৎ**—হরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

তিনিই তাদের আয়ু হরণ করে নিয়েছিলেন, এবং তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম, কর্ণ দ্রোণাচার্য, শল্য প্রমুখ কৌরব রাজন্যবর্গের দ্বারা রচিত বিপুল সৈন্যসজ্জা থেকে মনোবল এবং ওজ হরণ করেছিলেন। তাদের আয়োজন এবং দক্ষতা অপর্যাপ্ত ছিল, কিন্তু তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রথ অগ্রভাগে চালনা করার সময়ে এই সমস্ত কার্য সম্পাদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে নিজেকে বিস্তার করেন এবং তাঁর থেকেই সমস্ত জীবের স্মৃতি এবং জ্ঞান উৎপন্ন এবং বিলোপ হয়। তিনিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য, সমস্ত বেদ-কর্তা এবং বেদবেত্তা (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৫/১৫)। পরমেশ্বর ভগবান জীবের আয়ু বর্ধিত করতে পারেন অথবা হ্রাস করতে পারেন। সেইভাবেই তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে, যুধিষ্ঠির মহারাজকে এই

গ্রহলোকের সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, সেই যুদ্ধ সম্পাদিত হয়েছিল। সেই অপ্রাকৃত কার্য সাধন করার জন্য তিনি তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে বিরুদ্ধ পক্ষের সকলকে সংহার করেছিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষ ভীষ্ম, দ্রোণ এবং শল্য আদি সেনাপতিদের তত্ত্বাবধানে বিশাল সামরিক শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে ছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা ব্যতীত অর্জুনের পক্ষে সেই যুদ্ধ জয় করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ছিল।

অর্জুনকে সাহায্য করার জন্য ভগবান নানা রকম কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। আধুনিক যুদ্ধেও রাজ পুরুষেরা এই সমস্ত কৌশলের আশ্রয় অবলম্বন করেন; এবং তা সম্পাদিত হয় গুপ্তচর বৃত্তি, সামরিক কৌশল এবং রাজনৈতিক চাতুর্যপূর্ণ মতলবের মাধ্যমে।

কিন্তু অর্জুন যেহেতু ছিলেন ভগবানের প্রিয় ভক্ত, তাই অর্জুনকে সে সমস্ত বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে না দিয়ে ভগবান নিজেই সেই সমস্ত কার্য সম্পাদন করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে এইটি লাভ হয়—ভগবান ভক্তের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শ্লোক ১৬

যদ্দোঃষু মা প্রণিহিতং গুরুভীষ্মকর্ণ-
নপ্তৃত্রিগর্তশল্যসৈন্ধববাহ্লীকাদ্যৈঃ ।
অস্ত্রাণ্যমোঘমহিমানি নিরূপিতানি
নোপস্পৃশুর্নৃহরিদাসমিবাসুরাণি ॥ ১৬ ॥

যৎ—যাঁর অধীনে; **দোঃষু**—বাহুযুগলের আশ্রয়; **মা প্রণিহিতম্**—আমি অবস্থিত হয়ে; **গুরু**—দ্রোণাচার্য; **ভীষ্ম**—ভীষ্ম; **কর্ণ**—কর্ণ; **নপ্তৃ**—ভূরিশ্রবা; **ত্রিগর্ত**—রাজা সুশর্মা; **শল্য**—শল্য; **সৈন্ধব**—রাজা জয়দ্রথ; **বাহ্লীক**—শান্তনুর ভ্রাতা (ভীষ্মের পিতা); **আদ্যৈঃ**—ইত্যাদি; **অস্ত্রাণি**—অস্ত্রশস্ত্র; **অমোঘ**—ব্যর্থ; **মহিমানি**—প্রচণ্ড শক্তিশালী; **নিরূপিতানি**—প্রযুক্ত হয়ে; **ন**—না; **উপস্পৃশুঃ**—স্পর্শ করতে; **নৃহরিদাসম্**—নৃসিংহদেবের সেবক (প্রহ্লাদ); **ইব**—মতো; **অসুরাণি**—অসুরদের প্রযুক্ত অস্ত্রসমূহ।

অনুবাদ

অসুরদের অস্ত্রসমূহ যেমন নৃসিংহদেবের পরম সেবক প্রহ্লাদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনি, তেমনই তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) কৃপায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, সুশর্মা,

শল্য, জয়দ্রথ এবং বাহ্লীক প্রভৃতি বীরচূড়ামণিদের প্রযুক্ত অব্যর্থ বীর্য অস্ত্রসমূহ আমার কেশ স্পর্শ করতেও সমর্থ হয়নি।

তাৎপর্য

নৃসিংহদেবের মহান্ ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে পাঁচ বছরের শিশু প্রহ্লাদের প্রতি তাঁর পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিল। তার পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদকে হত্যা করার জন্য দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তার সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় প্রহ্লাদ তাঁর পিতার সমস্ত বিপজ্জনক কার্যকলাপ থেকেই রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল, তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, পর্বত শিখর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, মত্ত হস্তীর পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, এবং বিষ দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে তাঁর পিতা তাঁকে তরবারির আঘাতে হত্যা করতে চেয়েছিল, তখন নৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়ে পুত্রের সমক্ষেই তাঁর নৃশংস পিতাকে সংহার করেছিলেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ভগবানের ভক্তকে কেউই হত্যা করতে পারে না। তেমনই, ভীষ্ম প্রমুখ মহারথীরা ভয়ঙ্কর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করলেও ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

কর্ণ ঃ মহারাজ পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পূর্বে কুন্তীদেবী সূর্যদেবের দ্বারা এঁকে তাঁর পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। কবচ এবং কুণ্ডলসহ কর্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই অসাধারণ লক্ষণ দেখে বুঝা গিয়েছিল যে, ভবিষ্যতে তিনি একজন অপরাজেয় বীর হবেন। প্রথমে তাঁর নাম ছিল বসুসেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি তাঁর সহজাত কবচ এবং কুণ্ডল ইন্দ্রদেবকে দান করেন, এবং তখন থেকে তাঁর নাম হয় বৈকর্তন। কুন্তীদেবীর কুমারী অবস্থায় তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে তিনি তাঁকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন। অধিরথ তাঁকে প্রাপ্ত হন, এবং তিনি ও তাঁর পত্নী রাধা তাঁকে তাঁদের নিজের পুত্রের মতো লালন-পালন করেন।

কর্ণ ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের প্রতি। ব্রাহ্মণদের অদেয় তাঁর কিছুই ছিল না। তাই ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ইন্দ্রদেব যখন তাঁর কাছ থেকে তাঁর সহজাত কবচ এবং কুণ্ডল ভিক্ষা করেন, তখন তিনি ইন্দ্রদেবকে তা দান করেন। তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রদেব তাঁকে শক্তি নামক অস্ত্র দান করেন।

দ্রোণাচার্য যখন তাঁর ছাত্রদের অস্ত্র পরীক্ষা করছিলেন, সেই সময় কর্ণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিলেন। প্রথম থেকেই অর্জুনের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড বিরোধ

প্রকাশ পায়। অর্জুনের সঙ্গে তাঁর এই বিরোধ দর্শন করে দুর্যোধন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, এবং সেই বন্ধুত্ব ক্রমে ক্রমে গভীর ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ংবরা সভায় উপস্থিত ছিলেন, এবং যখন তিনি দ্রৌপদীকে লাভ করার জন্য লক্ষ্যভেদে প্রবৃত্ত হন, তখন দ্রৌপদীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘোষণা করেন যে, সূত্রধরের পুত্র হওয়ার ফলে কর্ণের সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার অধিকার নেই। সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে তিনি প্রত্যাখ্যাত হলেও, অর্জুন যখন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন, তখন কর্ণ এবং অন্যান্য বিফলমনোরথ রাজপুত্রেরা দ্রৌপদীসহ প্রস্থানোদ্যত অর্জুনকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেন। বিশেষ করে কর্ণ অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু অর্জুন তাঁদের সকলকে পরাস্ত করেন।

অর্জুনের প্রতি নিরন্তর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হওয়ার ফলে দুর্যোধন কর্ণের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তিনি কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। দ্রৌপদীকে লাভ করতে অকৃতকার্য হয়ে, কর্ণ দুর্যোধনকে উপদেশ দেন দ্রুপদ রাজাকে আক্রমণ করতে, কারণ তাঁকে পরাস্ত করতে পারলে অর্জুন এবং দ্রৌপদী দুজনকেই বন্দী করা যাবে। কিন্তু দ্রোণাচার্য সেই দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে তাঁদের তিরস্কার করলে তাঁরা সেই কার্য থেকে বিরত হন।

কর্ণ কেবল অর্জুনের দ্বারাই নন, ভীমসেনের দ্বারাও বহুবার পরাস্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজের রাজা। পরে তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং শকুনির চক্রান্তে যখন প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতাদের মধ্যে দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন হয়, তখন কর্ণ তাতে যোগদান করেছিলেন, এবং সেই দ্যূতক্রীড়ায় যখন দ্রৌপদীকে পণ রাখা হয়, তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তাতে তাঁর পূর্বের আক্রোশ তৃপ্ত হয়েছিল। দ্রৌপদীকে সেই দ্যূতক্রীড়ায় কৌরবেরা যখন জয় করে, তখন সেই সংবাদ তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, এবং তিনি দুঃশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন পাণ্ডবদের এবং দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করার জন্য। তিনি দ্রৌপদীকে উপদেশ দেন আর একজন পতি মনোনয়ন করার জন্য, কারণ পাণ্ডবেরা তাঁকে হারাবার ফলে, তিনি তখন কুরুদের দাসীতে পরিণত হয়েছিলেন।

তিনি সর্বদাই পাণ্ডবদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন, এবং সুযোগ পেলেই তিনি তাঁদের সর্বতোভাবে অনিষ্ট সাধন করার চেষ্টা করতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তিনি সেই যুদ্ধের চরম পরিণতি দর্শন করেছিলেন, এবং তিনি জানিয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের রথের সারথি হওয়ার ফলে অর্জুন সেই যুদ্ধে জয়লাভ

করবেন। ভীষ্মদেবের সঙ্গে সব সময় তাঁর মতানৈক্য হত, এবং কখনও কখনও তিনি গর্বভরে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর পরিকল্পনায় ভীষ্মদেব যদি হস্তক্ষেপ না করতেন, তা হলে তিনি পাঁচ দিনের মধ্যেই পাণ্ডবদের বিনাশ সাধন করতে পারতেন।

কিন্তু ভীষ্মদেবের মৃত্যু হলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি ইন্দ্রদেবের কাছ থেকে যে শক্তি অস্ত্র লাভ করেছিলেন, তা দিয়ে ঘটোৎকচকে হত্যা করেছিলেন। তাঁর পুত্র বৃষসেন অর্জুনের হাতে নিহত হয়।

অবশেষে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর প্রবল সংগ্রাম হয়। তিনি কেবল অর্জুনের মাথা থেকে তাঁর মুকুট ফেলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু যখন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর রথের চাকা বসে যায়, এবং তিনি রথ থেকে নেমে কর্দমাক্ত মাটি থেকে রথের চাকা তুলতে চেষ্টা করছিলেন, তখন অর্জুন তাঁকে সংহার করেন, যদিও তিনি অর্জুনকে অনুরোধ করেছিলেন তা না করতে।

নপ্তা বা ভূরিশ্রবা ঃ ভূরিশ্রবা ছিলেন কুরু বংশের সোমদত্তের পুত্র। তাঁর অন্য ভ্রাতার নাম ছিল শল্য। তাঁদের পিতাসহ তাঁরা দুই ভ্রাতাই দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই, ভগবানের ভক্ত এবং সখা অর্জুনের অদ্ভুত শক্তিমত্তার প্রশংসা করেছিলেন, এবং ভূরিশ্রবা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে কলহ না করতে। তাঁরা সকলেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অশ্ব, হস্তী এবং রথ সমন্বিত এক অক্ষৌহিণী সেনা ছিল, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি সেই সৈন্যসহ দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন । ভীমসেন তাঁকে একজন যূথ-পতিরূপে গণ্য করেছিলেন । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি বিশেষভাবে সাত্যকির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, এবং তিনি সাত্যকির দশটি পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। পরে অর্জুন তাঁর হস্তদ্বয় ছেদন করেন, এবং অবশেষে সাত্যকির হস্তে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি বিশ্বদেবে লীন হন।

ত্রিগর্ত বা সুশর্মা ঃ তিনি ছিলেন ত্রিগর্ত দেশের রাজা এবং মহারাজ বৃদ্ধক্ষেত্রের পুত্র। তিনিও দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন দুর্যোধনের মিত্র এবং তিনি দুর্যোধনকে মৎস্য দেশ (দ্বারভাঙ্গা) আক্রমণ করতে উপদেশ দেন। বিরাট নগরে গোধন হরণের সময় তিনি মহারাজ বিরাটকে বন্দী করেছিলেন, কিন্তু পরে ভীমসেন মহারাজ বিরাটকে উদ্ধার করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, এবং অবশেষে অর্জুনের হস্তে নিহত হন।

জয়দ্রথ ঃ মহারাজ বৃদ্ধক্ষেত্রের আর এক পুত্র। তিনি ছিলেন সিন্ধুদেশের (অধুনা পাকিস্তানের সিন্ধু অঞ্চল) রাজা। তিনি দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলাকে বিবাহ করেন। তিনিও দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন, এবং প্রবলভাবে দ্রৌপদীকে লাভ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি অকৃতকার্য হন। এবং সেই সময় থেকেই তিনি সর্বদা দ্রৌপদীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ খুঁজছিলেন। তিনি যখন শল্য দেশে বিবাহ করতে যাচ্ছিলেন, পথে কাম্যবনে তিনি পুনরায় ঘটনাক্রমে দ্রৌপদীকে দেখতে পান এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন। পাণ্ডবেরা তখন পাশাখেলায় তাঁদের রাজ্য হারিয়ে দ্রৌপদীসহ বনবাস করছিলেন। জয়দ্রথ তখন কোটিশষ্য নামক তাঁর এক অনুচরের মাধ্যমে অবৈধভাবে দ্রৌপদীর কাছে সংবাদ পাঠানোই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন। অত্যন্ত ক্রোধভরে দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ জয়দ্রথের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু দ্রৌপদীর রূপে তিনি এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি বারে বারে তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করেন, এবং প্রতিবারই দ্রৌপদী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে তিনি বলপূর্বক দ্রৌপদীকে রথে তুলে নিয়ে তাঁকে হরণ করার চেষ্টা করেন। দ্রৌপদী প্রথমে তাঁকে প্রবল চপেটাঘাত করেন, এবং তাঁর আঘাতে তিনি ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো পতিত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিফলমনোরথ হননি, এবং বলপূর্বক দ্রৌপদীকে তাঁর রথে নিয়ে বসাতে পেরেছিলেন।

ধৌম্য ঋষি সেই ঘটনা লক্ষ্য করেন এবং জয়দ্রথের সেই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি রথটির পশ্চাদ্ধাবনও করেছিলেন এবং ধাত্রেয়িকার মাধ্যমে সেই সংবাদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে পৌঁছায়। পাণ্ডবেরা তখন জয়দ্রথের সৈন্যদের আক্রমণ করে তাদের সকলকে সংহার করেন, এবং ভীমসেন অবশেষে জয়দ্রথকে ধরে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে মৃতপ্রায় করে ফেলেছিলেন। তারপর তাঁর মাথার পাঁচটি মাত্র চুল রেখে তাঁর মস্তক মুণ্ডন করা হয় এবং সমস্ত রাজাদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ক্রীতদাস বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত রাজাদের কাছে নিজেকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ক্রীতদাস বলে পরিচয় দিতে তাঁকে বাধ্য করা হয়, এবং সেই অবস্থায় তাঁকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। দয়াপরবশ হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে মুক্ত করার আদেশ দেন, এবং যখন তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অধীনস্থ কর প্রদানকারী রাজা হতে সম্মত হন, তখন দ্রৌপদীও তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

এই ঘটনার পর তিনি তাঁর রাজ্যে ফিরে যান। এইভাবে অপমানিত হওয়ার ফলে তিনি মহাদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য হিমালয়ের গঙ্গোত্রীতে গিয়ে কঠোর

তপস্যা করেন। তিনি মহাদেবের কাছে বর প্রার্থনা করেন যাতে অন্তত একবারের জন্য পাণ্ডবদের পরাভূত করতে পারেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তিনি দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিন তিনি মহারাজ দ্রুপদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন, তারপর বিরাট রাজা এবং তারপর অভিমন্যুর সঙ্গে। সাত মহারথী মিলে ঘিরে ধরে যখন নির্দয়ভাবে অভিমন্যুকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন পাণ্ডবেরা তাঁর সাহায্যের জন্য এসেছিলেন, কিন্তু জয়দ্রথ মহাদেবের কৃপায় দারুণভাবে তাঁদের প্রতিহত করেছিলেন। তার ফলে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেন। সেই সংবাদ শুনে, জয়দ্রথ কৌরবদের অনুমতি নিয়ে কাপুরুষের মতো যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে চান। কিন্তু তাঁকে তা করতে দেওয়া হয়নি, বরং তাকে অর্জুনের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়।

যুদ্ধ চলা কালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, জয়দ্রথ মহাদেবের কাছে আশীর্বাদ লাভ করেছেন যে, যার দ্বারা জয়দ্রথের মস্তক ভূমিতে পতিত হবে, তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হবে। তাই তিনি অর্জুনকে নির্দেশ দেন জয়দ্রথের মস্তক সমন্তপঞ্চক তীর্থে তপস্যারত তাঁর পিতার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করতে। অর্জুন বাস্তবিকই তাই করেছিলেন। জয়দ্রথের পিতা তাঁর ক্রোড়ে একটা ছিন্ন মস্তক দেখতে পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তা মাটিতে ফেলে দেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ তাঁর পিতার মস্তক সপ্ত ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্লোক ১৭

সৌত্যে বৃতঃ কুমতিনাত্মদ ঈশ্বরো মে
যৎপাদপদ্মমভবায় ভজন্তি ভব্যাঃ ।
মাং শ্রান্তবাহমরয়ো রথিনো ভুবিষ্ঠং
ন প্রাহরন্ যদনুভাব নিরস্তচিত্তা ॥ ১৭ ॥

সৌত্যে—সারথিরূপে; **বৃতঃ**—নিযুক্ত; **কুমতিনা**—অসৎ মতির দ্বারা; **আত্মদঃ**—উদ্ধার কর্তা; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **মে**—আমার; **যৎ**—যাঁর; **পাদপদ্মম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **অভবায়**—উদ্ধারকার্যে; **ভজন্তি**—সেবা করেন; **ভব্যাঃ**—বুদ্ধিমান মানুষেরা; **মাম্**—আমাকে; **শ্রান্ত**—তৃষ্ণার্ত; **বাহম্**—আমার অশ্বগুলি; **অরয়ঃ**—শত্রুরা; **রথিনঃ**—মহান্ সেনাপতি; **ভুবিষ্ঠম্**—ভূমিতে দণ্ডায়মান; **ন**—করেনি; **প্রাহরন্**—আক্রমণ; **যৎ**—যাঁর; **অনুভাব**—কৃপায়; **নিরস্ত**—নিরস্ত; **চিত্তাঃ**—মন।

অনুবাদ

যখন আমার তৃষ্ণার্ত অশ্বদের জন্য জল আনতে আমি রথ থেকে নেমেছিলাম, তখন তাঁরই কৃপায় শত্রুরা আমাকে বধ করতে দ্বিধা করেছিল। আর জগতের উদ্ধারকর্তা আমার সেই পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রতি আমার কুমতিবশত তাঁকে আমার রথের সারথিরূপে নিযুক্ত করতে দুঃসাহসী হয়েছিলাম, কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা পর্যন্ত মুক্তিলাভের জন্য তাঁরই উদ্দেশ্যে ভজনা করেন এবং ভক্তিসেবা নিবেদন করে থাকেন।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদী এবং ভগবদ্ভক্ত উভয়েরই আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। নির্বিশেষবাদীরা তাঁর সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় দেহ থেকে নির্গত ব্রহ্মজ্যোতির উপাসনা করে, আর ভগবদ্ভক্তরা তাঁকে পরম পুরুষোত্তম ঈশ্বররূপে ভজনা করেন। যারা নির্বিশেষবাদীদের থেকেও নিকৃষ্ট, তারা তাঁকে ঐতিহাসিক মহাপুরুষদের মধ্যে একজন বলে মনে করে। ভগবান কিন্তু এই জড় জগতে অবতরণ করেন তাঁর অপ্রাকৃত লীলা বিলাসের দ্বারা সকলকে আকর্ষণ করার জন্য, এবং এইভাবে তিনি সম্যক্ আদর্শ প্রভুরূপে, সখারূপে, পুত্ররূপে এবং প্রেমিকরূপে আচরণ করেন।

অর্জুনের সঙ্গে তাঁর অপ্রাকৃত সম্পর্ক ছিল সখ্য রসাশ্রিত, এবং ভগবান অপূর্বভাবে সেই লীলায় অভিনয় করেন, যেভাবে তিনি তাঁর পিতামাতা, প্রেয়সী এবং পত্নীদের সাথেও অভিনয় করেছিলেন। সেই অপ্রাকৃত সম্যক্ সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে ভগবদ্ভক্ত ভুলে যান যে, তাঁর সখা অথবা পুত্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যদিও তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ দর্শন করে তাঁরা কখনও কখনও অত্যন্ত বিস্মিত হন।

ভগবানের অপ্রকটের পর, অর্জুন তাঁর মহান্ সখার কথা স্মরণ করছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে অর্জুনের কোন ভ্রান্ত ধারণা অথবা অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। অর্জুনের মতো শুদ্ধ ভক্তের প্রতি ভগবানের অপ্রাকৃত আচরণ দর্শন করে বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন।

যুদ্ধক্ষেত্রে জলের অভাব হয়, সকলেই জানেন। কঠোর পরিশ্রমে শ্রান্ত মানুষ এবং পশুরা উভয়েই তাদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সর্বদাই জলের প্রয়োজন অনুভব করেন। বিশেষ করে আহত সৈনিকেরা এবং সেনাপতিরা মৃত্যুর সময় প্রবল তৃষ্ণা অনুভব করেন, এবং কখনও কখনও এমনও ঘটে যে, প্রচণ্ড তৃষ্ণাতেই তাঁদের অনিবার্য মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জলাভাবের সেই সমস্যার সমাধান হয়েছিল পৃথিবীর বক্ষ বিদীর্ণ করার মাধ্যমে। ভগবানের কৃপায়, মাটি খনন করতে পারলে, সর্বত্রই জল পাওয়া যায়। মাটি খুঁড়ে জল সংগ্রহ করার একই প্রথা বর্তমানে সর্বত্রই প্রচলিত, কিন্তু তবুও আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রয়োজন হলেই তৎক্ষণাৎ ভূমি বিদীর্ণ করে জল সংগ্রহ করতে অক্ষম। কিন্তু ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বহুকাল পূর্বে, পাণ্ডবদের সময় অর্জুনের মতো মহান্ সেনাপতিরা শুধুমাত্র একটি তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে পৃথিবীর কঠিন আবরণ ভেদ করে তাঁদের অশ্বাদির জন্য জল সংগ্রহ করে আনতে পারতেন, মানুষদের কথা আর না বললেও চলে—যে-প্রথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজও অজ্ঞাত।

শ্লোক ১৮

নর্মাণ্যুদাররুচিরস্মিতশোভিতানি
হে পার্থ হেঽর্জুন সখে কুরুনন্দনেতি ।
সংজল্পিতানি নরদেব হৃদিস্পৃশানি
স্মর্তুর্লুঠন্তি হৃদয়ং মম মাধবস্য ॥ ১৮ ॥

নর্মাণি—পরিহাস বাক্য; **উদার**—উদার আলোচনা; **রুচির**—মনোহর; **স্মিতশোভিতানি**—স্মিত হাস্যের দ্বারা শোভিত; **হে**—সম্বোধনসূচক অব্যয়; **পার্থ**—পৃথাপুত্র; **হে**—সম্বোধনসূচক অব্যয়; **অর্জুন**—অর্জুন; **সখে**—সখা; **কুরুনন্দন**—কুরুবংশজ; **ইতি**—ইত্যাদি; **সংজল্পিতানি**—সম্ভাষণ; **নরদেব**—হে রাজন্; **হৃদি**—হৃদয়; **স্পৃশানি**—স্পর্শ করছে; **স্মর্তুঃ**—তাঁদের স্মরণ করে; **লুঠন্তি**—অভিভূত করছে; **হৃদয়ম্**—হৃদয় এবং আত্মা; **মম**—আমার; **মাধবস্য**—মাধবের (শ্রীকৃষ্ণের) ।

অনুবাদ

হে রাজন্! সেই মাধব আমার প্রতি যে সমস্ত গম্ভীর অথচ সুন্দর হাসিমাখা পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করতেন, এবং আমাকে কখনও 'হে পার্থ, হে অর্জুন, হে সখে, হে কুরুনন্দন' ইত্যাদিরূপে যে সমস্ত মধুময় মনোজ্ঞ সম্বোধনে সম্বোধিত করতেন, আজ সেই সব স্মরণ করে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে।

শ্লোক ১৯

শয্যাসনাটনবিকত্থনভোজনাদি-
ষ্বৈক্যাদ্‌বয়স্য ঋতবানিতি বিপ্রলব্ধঃ ।
সখ্যুঃ সখেব পিতৃবৎ তনয়স্য সর্বং
সেহে মহান্মহিতয়া কুমতেরঘং মে ॥ ১৯ ॥

শয্য—এক শয্যায় শয়ন করে; **আসন**—এক আসনে আসীন হয়ে; **অটন**—একসঙ্গে ভ্রমণ করে; **বিকত্থন**—আত্ম-প্রশংসা; **ভোজন**—একত্রে আহার করে; **আদিষু**—ইত্যাদি আচরণে; **ঐক্যাৎ**—একাত্মতা হেতু; **বয়স্য**—হে বন্ধু; **ঋতবান্**—সত্যবাদী; **ইতি**—এইভাবে; **বিপ্রলব্ধঃ**—অশোভন আচরণ; **সখ্যুঃ**—বন্ধুর প্রতি; **সখেব**—বন্ধুর মতো; **পিতৃবৎ**—পিতার মতো; **তনয়স্য**—পুত্রের; **সর্বম্**—সমস্ত; **সেহে**—সহ্য করেছিলেন; **মহান্**—মহান্; **মহিতয়া**—মহত্বের প্রভাবে; **কুমতেঃ**—মন্দমতি; **অঘম্**—অপরাধ; **মে**—আমার।

অনুবাদ

সাধারণত আমরা দুজনে একত্রে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ ও ভোজনাদি করতাম। বীরত্বব্যঞ্জক কাজের আত্ম-প্রশংসার সময়ে যদি দৈবাৎ কোন কার্যের বা বাক্যের ব্যতিক্রম ঘটত, তখন আমি তাঁকে "ওহে! তুমি ত বড় সত্যবাদী" এই রকম বক্রোক্তিতে তিরস্কার করতাম। কিন্তু সখা যেমন সখার এবং পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ সহ্য করেন, সেইভাবে দেবপূজ্য পরমাত্মা হলেও তিনিও মন্দমতি আমার সমস্ত অপরাধই নিজগুণে সহ্য করতেন।

তাৎপর্য

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, তাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে সখারূপে, পুত্ররূপে অথবা প্রেমিকরূপে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাসে কখনই কোন রকম অপূর্ণতা থাকে না। বিধিবদ্ধভাবে মহাপণ্ডিত এবং ধার্মিক ব্যক্তিরা যে বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণের মাধ্যমে তাঁকে বন্দনা করেন, তার থেকে তাঁর সখা, পিতামাতা এবং প্রেমিকাদের ভর্ৎসনায় ভগবান অধিকতর তৃপ্ত হন।

শ্লোক ২০

সোঽহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন
সখ্যা প্রিয়েণ সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ ।
অধ্বন্যুরুক্রমপরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন্
গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জিতোঽস্মি ॥ ২০ ॥

সঃ—সেই; **অহম্**—আমি; **নৃপেন্দ্র**—হে নৃপ শ্রেষ্ঠ; **রহিতঃ**—বঞ্চিত; **পুরুষোত্তমেন**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **সখ্যা**—আমার সখার দ্বারা; **প্রিয়েণ**—পরম প্রিয়জনের দ্বারা; **সুহৃদা**—শুভাকাঙ্ক্ষীর দ্বারা; **হৃদয়েন**—হৃদয় এবং আত্মার দ্বারা; **শূন্যঃ**—শূন্য; **অধ্বনি**—সম্প্রতি; **উরুক্রম পরিগ্রহম্**—সর্বশক্তিমানের মহিষীগণ; **অঙ্গ**—দেহ; **রক্ষন্**—রক্ষা করার সময়; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **অসদ্ভি**—ধর্মহীনদের দ্বারা ; **অবলা ইব**—স্ত্রী সদৃশ দুর্বল; **বিনির্জিতঃ অস্মি**—আমি পরাজিত হয়েছি।

অনুবাদ

হে রাজশ্রেষ্ঠ, এখন আমার পরম বন্ধু, পরম সুহৃদ, পুরুষোত্তম কর্তৃক আমি ত্যক্ত হয়েছি, এবং তাই আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে শূন্য বলে মনে হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের অবর্তমানে তাঁর সমস্ত স্ত্রীদের আমি যখন রক্ষা করে নিয়ে আসছিলাম, তখন পথে কতকগুলি অতি নীচ গোপ এসে আমাকে অবলার মতো অনায়াসে পরাস্ত করেছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একদল হীনজাত গোপের পক্ষে কিভাবে অর্জুনকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়েছিল এবং কিভাবে এই প্রাকৃত গোপেরা অর্জুনের দ্বারা সুরক্ষিত শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *বিষ্ণু পুরাণ* এবং *ব্রহ্ম পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই আপাতবিরোধী সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেছেন। এই পুরাণ দুটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক সময় স্বর্গের দেবীরা তাঁদের সেবার দ্বারা অষ্টাবক্র মুনির সন্তুষ্টি বিধান করেন এবং তার ফলে মুনি তাঁদের বর দেন যে, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে পতিরূপে লাভ করবেন।

অষ্টাবক্র মুনির দেহের আটটি সন্ধিস্থল বাঁকা ছিল, এবং তাই তিনি অদ্ভুতভাবে বক্রগতিতে চলাফেরা করতেন। দেবকন্যারা অষ্টাবক্র মুনির সেই বক্রগতি গমন

ভঙ্গি লক্ষ্য করে তাঁদের হাস্য সংবরণ করতে পারেননি, এবং তার ফলে তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে মুনি তাঁদের অভিশাপ দেন যে, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের পতিরূপে লাভ করলেও তাঁরা দুর্বৃত্তদের হাতে অপহৃত হবেন।

পরে দেবকন্যারা তাঁদের অপরাধের জন্য মুনির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নানা ভাবে তাঁর স্তব স্তুতি করেন, এবং তখন তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করেন যে, দুর্বৃত্তদের হাতে অপহৃত হলেও তাঁরা পুনরায় পতির সঙ্গে মিলিত হবেন। তাই মহান্ অষ্টাবক্র মুনির বাক্যের মর্যাদা রক্ষার্থে ভগবান স্বয়ং অর্জুনের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে তাঁর মহিষীদের অপহরণ করেন, তা না হলে সেই দুর্বৃত্তদের স্পর্শ মাত্রই তাঁরা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়ে যেতেন।

আর তা ছাড়া, যে সমস্ত গোপীরা ভগবানের পত্নী হওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁদের বাসনা চরিতার্থ হওয়ার পর তাঁরা তাদের যথাযথ স্থানে ফিরে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন যে, তাঁর অন্তর্ধানের পর তাঁর সমস্ত পরিকরেরা ভগবদ্ধামে যাতে ফিরে যায়, এবং বিভিন্নভাবে তিনি তাঁদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

শ্লোক ২১

তদ্বৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথো হয়াস্তে
সোঽহং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি ।
সর্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং
ভস্মন্-হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমূষ্যাম্ ॥ ২১ ॥

তৎ—সেই; বৈ—অবশ্যই; **ধনুস্ত**—সেই ধনুক; **ইসবঃ**—তীর; **সঃ**—সেই একই; **রথঃ**—রথ; **হয়াস্তে**—সেই অশ্বগণ; **সঃ অহম্**—সেই আমি অর্জুন; **রথী**—রথী; **নৃপতয়**—সমস্ত রাজাগণ; **যতঃ**—যাঁদের; **আনমন্তি**—শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল; **সর্বম্**—সমস্ত; **ক্ষণেন**—ক্ষণকালের মধ্যে; **তৎ**—সেই সমস্ত; **অভূত**—হয়েছিল; **অসৎ**—অকর্মণ্য; **ঈশ**—ভগবানের প্রভাব হেতু; **রিক্তম্**—নিঃস্ব; **ভস্মন্**—ভস্মাদি; **হুতম্**—ঘৃতাহুতি; **কুহকরাদ্ধম্**—যাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ধন; **ইব**—মতো; **উপ্তম্**—বপন; **উষ্যাম্**—ঊষর ভূমিতে।

অনুবাদ

পূর্বে রাজারা যাঁর প্রভাবে আমার কাছে মস্তক অবনত করতেন, আজ সেই ধনুক, সেই বাণ, সেই রথ ও সেই অশ্ব—সমস্তই আছে এবং আমিও সেই রথীই আছি,

কিন্তু যেমন বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ভস্মে ঘৃত আহুতি প্রদানের কোন ফল লাভ হয় না, যাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ধনসম্পদ সঞ্চয়ে কোন লাভ হয় না অথবা ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করলে কোন ফল উৎপন্ন হয় না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ক্ষণিকের মধ্যেই আমার ধনুক প্রভৃতি সমস্তই অকর্মণ্য হয়েছে; আমিও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি।

তাৎপর্য

পূর্বে আমরা একাধিকবার আলোচনা করেছি যে, ধার করা অলংকারের গর্বে কখনও গর্বিত হওয়া উচিত নয়। সমস্ত বল এবং বীর্যের উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এবং তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে তা লাভ হয় এবং যখন তিনি তা সংবরণ করে নেন, তখন আর তার কোন বল বীর্য থাকে না। ঠিক যেমন সমস্ত বিদ্যুৎ আসে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র থেকে এবং যখন সেখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, তখন আর বাতি জ্বলে না। পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছাতেই সেই শক্তির উৎপাদন ক্ষণিকের মধ্যেই হতে পারে অথবা তা সংবরণ হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ বিনা জড় সভ্যতা কেবল ছেলে-খেলা মাত্র। পিতামাতা যতক্ষণ শিশুকে খেলার অনুমতি দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সে খেলতে পারে, কিন্তু পিতামাতা যখন তাকে ডাকেন, তখন তার খেলা বন্ধ করতে হয়।

মানব সভ্যতা এবং মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ তাই পরমেশ্বর ভগবানের পরম আশীর্বাদ নিয়েই সম্পাদিত হওয়া উচিত, এবং সেই আশীর্বাদ ব্যতীত মানব সভ্যতার সমস্ত প্রগতি একটি মৃতদেহকে সাজানোর মতোই। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মৃত সভ্যতা এবং তাঁর কার্যকলাপ ছাইয়ের গাদায় ঘি ঢালার মতো এবং ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করার মতোই নিরর্থক।

শ্লোক ২২-২৩

রাজংস্ত্বয়ানুপৃষ্টানাং সুহৃদাং নঃ সুহৃৎপুরে ।
বিপ্রশাপবিমূঢ়ানাং নিঘ্নতাং মুষ্টিভির্মিথঃ ॥ ২২॥
বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাম্ ।
অজানতামিবান্যোন্যং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ ॥ ২৩ ॥

রাজন্—হে রাজন্; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অনুপৃষ্টানাম্**—প্রশ্ন অনুসারে; **সুহৃদাম্**—বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের; **নঃ**—আমাদের; **সুহৃৎপুরে**—দ্বারকা নগরীতে;

বিপ্র—ব্রাহ্মণদের; **শাপ**—অভিশাপের ফলে; **বিমূঢ়ানাম্**—বিমুগ্ধ চেতাদের; **নিঘ্নতাম্**—নিহতদের; **মুষ্টিভিঃ**—এড়কা বৃক্ষের দণ্ড দ্বারা; **মিথঃ**—পরস্পর; **বারুণীম্**—ফেনায়িত অন্ন থেকে তৈরি বারুণী; **মদিরাম**—মদিরা; **পীত্বা**—পান করে; **মদোন্মথিত**—মদ্যপানের প্রভাবে আবিষ্ট হয়ে; **চেতষাম্**—চেতনা বিশিষ্ট; **অজানতাম্**—অপরিচিতের; **ইব**—মতো; **অন্যোন্যম্**—একে অপরকে; **চতুঃ**—চার; **পঞ্চ**—পাঁচ; **অবশেষিতা**—অবশিষ্ট রয়েছেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, আপনি দ্বারকাপুরীর যে সুহৃদ্দের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণদের অভিশাপে তাঁদের বিশেষভাবে মোহ উপস্থিত হয়; পরে অন্ন থেকে প্রস্তুত বারুণী নামক মদিরা পান করায় তাঁদের এমন চিত্তোন্মত্ততা উপস্থিত হয় যে, তাঁরা যেন পরস্পর পরস্পরকে চিনতে না পেরে এড়কা দণ্ডের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে প্রায় সকলেই নিহত হয়েছেন, এখন তাঁদের চার-পাঁচ জন অবশিষ্ট আছেন।

শ্লোক ২৪

প্রায়েণৈতদ্ ভগবত ঈশ্বরস্য বিচেষ্টিতম্ ।
মিথো নিঘ্নন্তি ভূতানি ভাবয়ন্তি চ যন্মিথঃ ॥ ২৪ ॥

প্রায়েণ এতৎ—প্রায় এইভাবে; **ভগবত**—ভগবানের; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বরের; **বিচেষ্টিতম্**—ইচ্ছার দ্বারা; **মিথঃ**—পরস্পর; **নিঘ্নন্তি**—নিধন করে; **ভূতানি**—জীবগণ; **ভাবয়ন্তি**—পালন করে; **চ**—ও; **যৎ**—যার; **মিথঃ**—পরস্পর।

অনুবাদ

বাস্তবিকই, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে জীব কখনও-বা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করে বা পরস্পর পরস্পরকে পালন করে।

তাৎপর্য

নরবিজ্ঞানীদের মত অনুসারে, প্রাকৃতিক নিয়মে জীবকে জীবন ধারণের জন্য সংগ্রাম করতে হয় এবং যে সব চেয়ে যোগ্য, সে-ই বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারা জানে না যে, প্রকৃতির এই নিয়মের পিছনে রয়েছে পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতির

নিয়ম নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই যখনই পৃথিবীতে শান্তি দেখা যায়, তখন বুঝতে হবে যে, ভগবানের শুভ ইচ্ছার প্রভাবেই তা হয়েছে, এবং যখন কোথাও অশান্তি দেখা যায়, তাও ভগবানেরই ইচ্ছার প্রকাশ বলে বুঝতে হবে।

ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত একটি তৃণও নড়ে না। তাই যখন ভগবানের বিধান অনুযায়ী সুবদ্ধ আইনসমূহ অমান্য করা হয়, তখন মানুষে মানুষে এবং দেশে দেশে যুদ্ধ হয়। তাই শান্তি লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হল সব কিছুই ভগবানের প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে সম্পাদন করা।

ভগবানের বিধান হচ্ছে, আমরা যা কিছু করি, যা কিছু খাই, যা কিছু উৎসর্গ করি অথবা যা কিছু দান করি, তা যেন অবশ্যই ভগবানেরই সম্যক্ সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করা হয়। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনই কোন কিছু করা উচিত নয়, খাওয়া উচিত নয়, উৎসর্গ করা উচিত নয় অথবা দান করা উচিত নয়।

বীরত্বের কাজে সব চেয়ে ভাল দিকটা হল বিবেচনা, এবং তাই ভগবানের প্রীতিবিধানমূলক কাজ আর ভগবানের কাছে অপ্রীতিকর কাজের মধ্যে যে কি পার্থক্য, তা কিভাবে বিচার করতে হয় সেই শিক্ষা লাভ করতে হবে। ভগবানের প্রীতি এবং অপ্রীতির পরিপ্রেক্ষিতেই এইভাবে কোনও কাজের যথার্থতা বিবেচিত হয়। ব্যক্তিগত খেয়ালের কোন অবকাশ সেখানে নেই; ভগবানের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে লক্ষ্য স্থির করে আমাদের সর্বদা সব কিছু করতে হবে। এই ধরনের কার্যকলাপকে বলা হয় *যোগকর্মসুকৌশলম্* , বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করার কৌশল। এইটিই হচ্ছে সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে কোনও কাজ করার কৌশল।

শ্লোক ২৫-২৬

জলৌকসাং জলে যদ্বন্মহান্তোঽদন্ত্যণীয়সঃ ।
দুর্বলান্‌বলিনো রাজন্মহান্তো বলিনো মিথঃ ॥ ২৫ ॥
এবং বলিষ্ঠৈর্যদুভির্মহদ্ভিরিতরান্ বিভুঃ ।
যদূন্ যদুভিরন্যোন্যং ভূভারান্ সঞ্জহার হ ॥ ২৬ ॥

জলৌকসাম্—জলজন্তুদের মধ্যে; **জলে**—জলে; **যদ্বৎ**—যেমন; **মহান্তঃ**—বড়; **অদন্তি**—গ্রাস করে; **অণীয়সঃ**—ছোটদের; **দুর্বলান্**—দুর্বলদের; **বলিনঃ**—বলবান; **রাজন্**—হে রাজন; **মহান্তঃ**—বলবান; **বলিনঃ**—বীর্যবান্; **মিথঃ**—পরস্পর; **এবম্**—এইভাবে; **বলিষ্ঠৈঃ**—বলবানদের দ্বারা; **যদুভিঃ**—যদুদের দ্বারা; **মহদ্ভিঃ**—অধিক

শক্তিশালী; **ইতরান্**—বলহীনদের; **বিভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **যদূন্**—সমস্ত যদুরা; **যদুভিঃ**—যদুদের দ্বারা; **অন্যোন্যম্**—পরস্পরের মধ্যে; **ভূভারান্**—পৃথিবীর ভার; **সঞ্জহার**—সংহার করেছেন; **হ**—পূর্বে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, সমুদ্রে বৃহৎ এবং অধিকতর বলশালী জলচর প্রাণীরা যেমন ক্ষুদ্র এবং দুর্বল জলচর প্রাণীদের ভক্ষণ করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান সবল এবং বৃহৎ যদুদের দ্বারা দুর্বল এবং ক্ষুদ্র যদুদের সংহার করিয়ে পৃথিবীর ভার লাঘব করেছেন।

তাৎপর্য

জড় জগতে জীবন সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে যোগ্য ব্যক্তির জয়লাভই প্রকৃতির নিয়ম, কারণ বদ্ধ জীব জড় জগতকে ভোগ করার চেষ্টায় সর্বদা লিপ্ত বলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। জড় জগতকে ভোগ করার বাসনা জীবের বন্ধনের মূল কারণ। জীবের কৃত্রিম ভোগবাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভগবানের মায়াশক্তি প্রতিটি জীবযোনিতেই সবল এবং দুর্বল দেহ সৃষ্টি করার মাধ্যমে এক বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন। জড় জগৎ তথা ভগবানের সৃষ্টির উপর আধিপত্য করার এই মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই বদ্ধ জীবেদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে এবং তাই প্রকৃতির নিয়মে জীবের জীবন সংগ্রাম।

চিৎ জগতে এই ধরনের কোন বৈষম্য নেই, সেখানে বেঁচে থাকার জন্য কাউকে সংগ্রাম করতে হয় না। সেখানে জীবন সংগ্রাম নেই, কারণ সেখানে সকলেই নিত্য। সেখানে কোন বৈষম্য নেই, কারণ সেখানে সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে চান, এবং কেউই ভগবানের অনুকরণ করে ভোক্তা হতে চান না। সব কিছুর, এমন কি সমস্ত জীবের স্রষ্টা হওয়ার ফলে ভগবানই হচ্ছেন সব কিছুর অধীশ্বর এবং সব কিছুর পরম ভোক্তা, কিন্তু জড় জগতে মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যায়, এবং তাই প্রকৃতির নিয়মে তারা জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং সেই সংগ্রামে যারা বলবান, তারাই বেঁচে থাকতে পারে।

শ্লোক ২৭

দেশকালার্থযুক্তানি হৃত্তাপোপশমানি চ ।
হরন্তি স্মরতশ্চিত্তং গোবিন্দাভিহিতানি মে ॥ ২৭ ॥

দেশ—স্থান; **কাল**—সময়; **অর্থ**—গুরুত্ব; **যুক্তানি**—যুক্ত; **হৃৎ**—হৃদয়; **তাপ**—দহন; **উপশমানি**—নির্বাপিত করে; **চ**—এবং; **হরন্তি**—আকর্ষণ করে; **স্মরত**—স্মরণ করে; **চিত্তম্**—মন; **গোবিন্দ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অভিহিতানি**—বর্ণনা; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান (গোবিন্দ) প্রদত্ত উপদেশগুলির প্রতি এখন আমি আকৃষ্ট হচ্ছি, কেননা এগুলি দেশ এবং কালের সমস্ত পরিস্থিতিতে হৃদয়ের তাপ প্রশমিত করার সারগর্ভ উপদেশে পূর্ণ।

তাৎপর্য

এখানে অর্জুন *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশের কথা বলছেন, যা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান তাঁকে দান করেছিলেন। ভগবান কেবল একলা অর্জুনের হিতের জন্যই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশ দান করেননি। তিনি সর্বকালের সর্বদেশের সমস্ত মানুষদের জন্য এই উপদেশ দান করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী বলে তা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার। উপনিষদ, পুরাণ এবং বেদান্ত সূত্র আদি বিশাল বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সময় যাদের নেই, তাদের জন্য পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* জ্ঞান দান করেছেন। ঐতিহাসিক মহাকাব্য *মহাভারত* যা বিশেষভাবে স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের জন্য রচিত হয়েছে, তাঁর অভ্যন্তরে এই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* স্থাপন করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনের হৃদয়ে সংশয় উদয় হয়েছিল, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* নির্দেশ লাভ করে তার সমাধান হয়েছিল।

আবার, এই জড় জগৎ থেকে ভগবান অপ্রকট হলে, অর্জুন যখন তাঁর শৌর্য এবং যশ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন তিনি পুনরায় *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* মহান্ শিক্ষা স্মরণ করেছিলেন সকলকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, সমস্ত সমস্যাতেই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশ গ্রহণ করা যায়—কেবল জড় দুঃখ-দুর্দশার উপশমের জন্যই নয়, যে বন্ধন সঙ্কট কালে আমাদের বিব্রত করতে পারে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যও।

পরম করুণাময় ভগবান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* রূপী তাঁর মহান শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যাতে তাঁর অপ্রকটের পরেও মানুষ তাঁর সেই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। ভগবান জড়-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নন, কিন্তু বদ্ধ জীবেদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ার জন্য ভগবান তাঁরই শক্তিসম্ভূত জড় উপাদানের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করতে পারেন।

তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* বা যে কোন প্রামাণিক শাস্ত্র ভগবানেরই বাণীরূপে তাঁর স্বীয় শক্তি প্রকাশ, এবং সেই সূত্রে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* বা যে কোনও প্রামাণ্য শাস্ত্রীয় ভগবদ্ প্রতিভূ মাত্রই ভগবানেরই অবতার। স্বয়ং ভগবান এবং ভগবানের বাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভগবানের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে অর্জুন যা লাভ করেছিলেন, যে কোন মানুষই এখনও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* থেকে তা লাভ করতে পারেন।

যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, তিনি অনায়াসে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশের সুযোগ নিতে পারেন। সেই জন্যই ভগবান অর্জুনকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন যেন অর্জুনের তা প্রয়োজন ছিল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জ্ঞানের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, যথা—(১) পরমেশ্বর ভগবান, (২) জীব, (৩) প্রকৃতি, (৪) স্থান এবং কাল এবং (৫) কর্মপ্রক্রিয়াদি। এর মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব গুণগতভাবে এক। তাঁদের উভয়ের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, ভগবান পূর্ণ এবং জীব তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। প্রকৃতি তিন গুণের ক্রিয়া প্রদর্শনকারী অচেতন পদার্থ, এবং নিত্য কাল ও অসীম দেশ জড়া প্রকৃতির অস্তিত্বের অতীত। জীব তার বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে এই জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হতে পারে অথবা প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

এই সমস্ত বিষয় *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে, এবং সেই সমস্ত বিষয়ে গভীরভাবে আলোকপাত করার জন্য পরে তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে, পরমেশ্বর ভগবান, জীব, প্রকৃতি এবং কাল নিত্য, কিন্তু জীব, প্রকৃতি এবং কাল পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, যিনি সম্পূর্ণরূপে স্বরাট্ এবং পরম। পরমেশ্বর ভগবান পরম নিয়ন্তা। জীবের জড় কার্যকলাপ অনাদি, কিন্তু তা অপ্রাকৃত গুণের দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে সংশোধন করা যায়। এইভাবে জীব তার জড়জাগতিক গুণগত কর্মফল থেকে মুক্ত হতে পারে। ভগবান এবং জীব উভয়েই চেতন, এবং চিদ্ বস্তুরূপে উভয়েরই অভিন্নতা বোধ রয়েছে।

কিন্তু জীব মহত্তত্ত্ব নামক জড়া প্রকৃতির প্রভাবে তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায়। বৈদিক জ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনাটির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধনের মোহ থেকে জীবকে মুক্ত করে তার প্রকৃত স্বরূপে অধিষ্ঠিত করা। জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের প্রভাবে জীব যখন এই মোহ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে, তার কর্মফলের সে ভোক্তা

এবং অভিনেতা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, ভগবানই কেবল ভোক্তা, কিন্তু জীবের মধ্যে সেই ভোগ বাসনা এক প্রকার অলীক কল্পনা মাত্র। ভগবান এবং জীবের মধ্যে আত্ম-সচেতনতার এইটিই হচ্ছে পার্থক্য। এছাড়া ভগবান এবং জীবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই জীব এবং ভগবানে একই সাথে ভেদ ও অভেদ উভয় সত্তাই রয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* সমস্ত উপদেশ এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জীব এবং ভগবান উভয়কেই সনাতন বা নিত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং জড়া প্রকৃতির অনেক দূরে ভগবানের ধামও সনাতন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান জীবকে তাঁর সেই সনাতন ধামে নিত্য জীবন লাভ করতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এবং যে পন্থায় আত্মার নিত্য বৃত্তি প্রদর্শনকারী ভগবানের ধামে ফিরে যাওয়া যায়, তাকে বলা হয় সনাতন ধর্ম।

জড় জগতের ভ্রান্ত পরিচিতি থেকে মুক্ত না হতে পারলে ভগবানের সেই নিত্য ধামে ফিরে যাওয়া যায় না, এবং *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কিভাবে পরম পূর্ণ স্তর লাভ করা যায়। ভ্রান্ত জড় পরিচিতি থেকে মুক্ত হওয়ার বিভিন্ন স্তরগুলি হচ্ছে—সকাম কর্ম, অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন এবং ভগবদ্ভক্তি। সেই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই চিন্ময় স্বরূপের উপলব্ধি হয়। জীবের সমস্ত কার্যকলাপ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমেই কেবল এই অপ্রাকৃত উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব।

বেদে জীবের কর্ম নির্দিষ্ট হয়েছে, এবং সেই নির্দেশের অনুশীলন জীবের পাপপ্রবৃত্তি সংশোধন করে তাকে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করে। জ্ঞানের সেই বিশুদ্ধ স্তর ভগবদ্ভক্তির ভিত্তি। জীবনের সমস্যার সমাধানের গবেষণায় জীব যখন লিপ্ত থাকে, তার সেই অবস্থাটিকে বলা হয় জ্ঞান বা বিশুদ্ধ জ্ঞান, কিন্তু জীবনের সমস্ত সমস্যার সর্বতোভাবে সমাধান যখন উপলব্ধ হয়, জীব তখন ভগবদ্ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শুরুতে জীবনের সমস্যাগুলির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে জড় পদার্থের সঙ্গে আত্মার পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে, এবং সব রকম যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আত্মা সর্ব অবস্থাতেই অবিনশ্বর, এবং আত্মার জড় আবরণ, দেহ এবং মন, পরিবর্তিত অবস্থায় দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় অস্তিত্বের আরেকটি পর্যায় লাভ করে। তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* হচ্ছে সব রকম জড় দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করার প্রকৃত উপায়। অর্জুন সেই মহান্ জ্ঞানের আশ্রয় অবলম্বন করেছিলেন, যা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান তাঁকে দান করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

সূত উবাচ

**এবং চিন্তয়তো জিষ্ণোঃ কৃষ্ণপাদসরোরুহম্ ।
সৌহার্দেনাতিগাঢ়েন শান্তাসীদ্বিমলা মতিঃ ॥ ২৮ ॥**

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **চিন্তয়তঃ**—সেই উপদেশের কথা চিন্তা করার সময়; **জিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কৃষ্ণপাদ**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম; **সরোরুহম**—পদ্ম সদৃশ; **সৌহার্দেন**—গভীর বন্ধুত্বের দ্বারা; **অতি গাঢ়েন**—গভীর অন্তরঙ্গতায়; **শান্তা**—বিগত শোক; **আসীৎ**—হয়েছিল; **বিমলা**—সম্পূর্ণ জড় কলুষমুক্ত; **মতিঃ**—মন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—এইভাবে অত্যন্ত গভীর সৌহার্দ্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল চিন্তা করতে করতে অর্জুনের অন্তঃকরণ শোকরহিত হয়েছিল এবং জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান পরম পুরুষ, তাই তাঁর ধ্যান করা যোগ সমাধিরই সমতুল্য। ভগবান তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর এবং বৈশিষ্ট্য থেকে অভিন্ন। অর্জুন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবানের দেওয়া উপদেশ স্মরণ করছিলেন। সেই উপদেশ স্মরণ করার ফলেই অর্জুনের হৃদয় সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণ সূর্যসম। সূর্যের উদয় হলে তৎক্ষণাৎ অন্ধকার দূর হয়ে যায়, তেমনই ভক্তের হৃদয়ে যখন কৃষ্ণরূপ সূর্যের উদয় হয় তৎক্ষণাৎ জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ সমস্ত প্রভাব বিদূরিত হয়ে যায়। তাই জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভক্তের পক্ষে ভগবানের বিরহ অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কিন্তু যেহেতু তা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই তার এক বিশেষ অপ্রাকৃত প্রভাব রয়েছে যা হৃদয়কে শান্ত করে দেয়। বিরহের অনুভূতিও অপ্রাকৃত আনন্দের উৎস, এবং জড় জগতের কলুষিত বিরহ অনুভূতির সঙ্গে কখনই তা তুলনা করা যায় না।

শ্লোক ২৯

বাসুদেবাঙ্ঘ্র্যনুধ্যানপরিবৃংহিতরংহসা ।
ভক্ত্যা নির্মথিতাশেষকষায়ধিষণোঽর্জুনঃ ॥ ২৯ ॥

বাসুদেব-অঙ্ঘ্রি—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **অনুধ্যান**—নিরন্তর স্মরণ করার ফলে; **পরিবৃংহিত**—বর্ধিত; **রংহসা**—অতি দ্রুত বেগে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **নির্মথিত**—শান্ত হয়েছিল; **অশেষ**—অন্তহীন; **কষায়**—দ্বারা; **ধিষণঃ**—ধারণা; **অর্জুনঃ**—অর্জুন।

অনুবাদ

নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার ফলে অতি দ্রুত গতিতে অর্জুনের ভক্তি বর্ধিত হয়েছিল, এবং তাঁর মন থেকে সমস্ত মল বিদূরিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

মনের জড় ভোগ বাসনা হচ্ছে মনের আবর্জনা। এই সমস্ত আবর্জনার ফলে জীব নানা প্রকার সঙ্গত এবং অসঙ্গত অবস্থার সম্মুখীন হয় যা তার চিন্ময় অস্তিত্বকে নিরুৎসাহিত করে। জন্ম-জন্মান্তরে বদ্ধ জীব কত রকম তৃপ্তিকর এবং অতৃপ্তিকর অনুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যা অলীক এবং অনিত্য। জড় বাসনার প্রতিক্রিয়া রূপে সেগুলি সঞ্চিত হয়, কিন্তু আমরা যখন ভগবদ্ভক্তি সাধনের ফলে পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর বিচিত্র শক্তিরাজির সান্নিধ্যে আসি, তখন সমস্ত জড় কামনা বাসনার নগ্নরূপ প্রকাশিত হয়, এবং আমাদের বুদ্ধি প্রকৃত রঙে অনুরঞ্জিত হয়ে শান্ত হয়।

অর্জুন যখন *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* প্রদত্ত ভগবানের নির্দেশে মনোনিবেশ করেছিলেন, তখন তাঁর হৃদয়ে ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা স্মরণ হয়েছিল, এবং তাই তিনি তখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন বলে অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

গীতং ভগবতা জ্ঞানং যৎ তৎ সংগ্রামমূর্ধনি ।
কালকর্মতমোরুদ্ধং পুনরধ্যগমৎ প্রভুঃ ॥ ৩০ ॥

গীতম্—উপদিষ্ট; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **জ্ঞানম্**—দিব্য জ্ঞান; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **সংগ্রামমূর্ধনি**—যুদ্ধস্থলে; **কালকর্ম**—কাল এবং কর্ম; **তমরুদ্ধম্**—তমসাবৃত; **পুনঃ অধ্যগমৎ**—পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন; **প্রভুঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়ের প্রভু।

অনুবাদ

ভগবানের লীলাবিলাস এবং কার্যকলাপের ফলে এবং তাঁর অনুপস্থিতির ফলে, মনে হয়েছিল যেন অর্জুন তাঁর দেওয়া সমস্ত উপদেশ ভুলে গেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি, এবং তিনি পুনরায় তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহের প্রভু হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব নিত্য কালের প্রভাবে তার সকাম কর্মের আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি কালের দ্বারা প্রভাবিত হন না অথবা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জড় ধারণার দ্বারাও প্রভাবিত হন না। ভগবানের কার্যকলাপ নিত্য, এবং তাঁর আত্ম-মায়া বা অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তা প্রকাশিত। ভগবানের সমস্ত লীলা বা কার্যকলাপ চিন্ময়, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তা জড় কার্যকলাপের সমপর্যায়ভুক্ত বলে প্রতিভাত হতে পারে।

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন এবং ভগবানের কার্যকলাপ তাঁদের বিপক্ষের যোদ্ধাদের মতো বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য সাধন করছিলেন এবং তাঁর নিত্য সখা অর্জুনকে তাঁর সঙ্গ দান করছিলেন। তাই অর্জুনের এই ধরনের আপাত জড় কার্যকলাপ তাঁর চিন্ময় স্তর থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি, পক্ষান্তরে ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* তাঁর চেতনায় পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল। চেতনার এই পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৫)* ভগবান বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

সর্বক্ষণ ভগবানের কথা চিন্তা করা উচিত; কখনই তাঁকে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। ভগবানের ভক্ত হওয়া উচিত এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা উচিত। যিনি এইভাবে জীবন যাপন করেন তিনি নিঃসন্দেহে ভগবানের কৃপা লাভ করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। এই নিত্য সত্য সম্পর্কে মনে কোন সংশয় রাখা উচিত নয়। অর্জুন যেহেতু ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সখা, তাই এই গোপনীয় তত্ত্ব তাঁর কাছে তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন বাসনা অর্জুনের ছিল না; কিন্তু ভগবানের নির্দেশে ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি সর্বদাই ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাই ভগবানের অপ্রকটের

পর, *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার* নির্দেশ বিস্মৃত হয়েছিলেন বলে মনে হলেও তিনি অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই জীবন যাপন করা উচিত, এবং তার ফলেই নিঃসন্দেহে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়। সেটাই জীবনের পরম পূর্ণতা।

শ্লোক ৩১

বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ ।
লীনপ্রকৃতিনৈর্গুণ্যাদলিঙ্গত্বাদসম্ভবঃ ॥ ৩১ ॥

বিশোকঃ—শোকমুক্ত; **ব্রহ্মসম্পত্ত্যা**—চিন্ময় সম্পদ; **সংছিন্ন**—সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে; **দ্বৈত সংশয়ঃ**—দ্বিধাজনিত সংশয়; **লীন**—বিলীন; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতি; **নৈর্গুণ্যাৎ**—চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে; **অলিঙ্গত্বাৎ**—প্রাকৃত শরীর রহিত হওয়ার ফলে; **অসম্ভবঃ**—জন্ম-মৃত্যু রহিত।

অনুবাদ

এই অপ্রাকৃত সম্পদ লাভ করার ফলে তিনি দ্বিধাজনিত সমস্ত সংশয় ছিন্ন করেছিলেন। তার ফলে তিনি প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর আর জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তিনি জড় শরীর থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাদের জড় দেহকে তাদের স্বরূপ বলে ভুল করে বলেই তাদের চিত্তে দ্বৈত জ্ঞানজনিত সংশয়ের উদয় হয়। মূর্খ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অজ্ঞানতা হচ্ছে তার জড় দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করা।

মানুষ তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুকেই তার নিজের বলে মনে করে। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলেই 'আমি' এবং 'আমার' এই দ্বন্দ্ব ভাবের উদয় হয়। অর্থাৎ 'আমার দেহ', 'আমার আত্মীয়', 'আমার সম্পত্তি', 'আমার পত্নী', 'আমার পুত্র', 'আমার সম্পদ', 'আমার দেশ', 'আমার গোষ্ঠী', এবং এই ধরনের শত সহস্র ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয়, এবং তার ফলে বদ্ধ জীব বিভ্রান্ত হয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার* উপদেশ গ্রহণ করার ফলে মানুষ নিঃসন্দেহে এই সমস্ত মোহ থেকে মুক্ত হতে পারে, কারণ প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব কারণের

পরম কারণরূপে জানা। সব কিছুই তাঁর বিভিন্ন অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে তাঁরই শক্তির প্রকাশ। শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন, তাই এই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করার ফলে তৎক্ষণাৎ দ্বৈত ধারণা বিদূরিত হয়।

অর্জুন যখন অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিত্য সখা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত জড় ধারণা বিদূরিত হয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বাণী, তাঁর রূপ, তাঁর লীলা, তাঁর গুণ এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুর মাধ্যমে তাঁর সামনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন অদ্বয় শক্তিতে উপস্থিত থেকে তখনও তাঁর সম্মুখে বর্তমান ছিলেন, এবং দেশ কালের প্রভাবে আরও একটি দেহের পরিবর্তন করে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার কোন প্রশ্নই ছিল না।

পরম জ্ঞান লাভ করার ফলে নিরন্তর ভগবানের সঙ্গ লাভ করা যায়। এমন কি, এই জীবনেও ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং বন্দনের মাধ্যমে নিরন্তর তাঁর সঙ্গ লাভ করা যায়। ভগবানকে দর্শন করা যায়, শ্রবণাদি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা অদ্বয় জ্ঞান লাভ করে এই জীবনেই তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলে গেছেন যে, কেবলমাত্র ভগবানের নাম কীর্তন করার ফলে চিত্তরূপ দর্পণের সমস্ত ধূলি মার্জনা করা যায়, এবং সেই ধূলি পরিষ্কৃত হলেই সব রকম জড় অবস্থা থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হওয়া যায়। জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া মানে আত্মাকে তার বদ্ধ দশা থেকে মুক্ত করা। তাই কেউ যখন দিব্য জ্ঞান লাভ করেন, তার জড় জীবনের তখন অবসান হয়, এবং জীবন সম্বন্ধে তাঁর ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়। এইভাবে চিন্ময় তত্ত্ব উপলব্ধির ফলে শুদ্ধ আত্মার কার্যকলাপ পূর্ণ প্রকাশিত হয়।

জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমো গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ফলেই এই উপলব্ধি সম্ভব হয়। ভগবানের কৃপায়, শুদ্ধ ভক্ত তৎক্ষণাৎ পরা প্রকৃতিতে উন্নীত হন, এবং তখন আর তাঁর জড়া প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে দিব্য চেতনার উন্মীলন না হলে সর্ব অবস্থায় ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করা যায় না।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বহু পূর্বেই অর্জুন সেই স্তরে উপনীত হয়েছিলেন, এবং তিনি যখন আপাতভাবে ভগবানের অনুপস্থিতি অনুভব করেছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশের আশ্রয় অবলম্বন করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি পুনরায় তাঁর প্রকৃত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এইটি হচ্ছে বিশোক বা সমস্ত সংশয় এবং শোক থেকে মুক্ত হওয়ার স্তর।

শ্লোক ৩২

নিশম্য ভগবন্মার্গং সংস্থাং যদুকুলস্য চ ।
স্বঃপথায় মতিং চক্রে নিভৃতাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩২ ॥

নিশম্য—গভীরভাবে চিন্তা করে; **ভগবৎ**—ভগবান সম্বন্ধীয়; **মার্গম্**—তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাবের পন্থা; **সংস্থাম্**—সমাপ্তি; **যদুকুলস্য**—মহারাজ যদুর বংশের; **চ**—ও; **স্বঃ**—ভগবানের ধাম; **পথায়**—পথিমধ্যে; **মতিম্**—অভিলাষ; **চক্রে**—মনোনিবেশ করেছিলেন; **নিভৃত-আত্মা**—নিঃসঙ্গ এবং একাকী; **যুধিষ্ঠির**—যুধিষ্ঠির মহারাজ।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে প্রত্যাবর্তনের কথা, এবং এই পৃথিবী থেকে যদুকুলের বিনাশের কথা শুনে নিশ্চলমতি মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বগৃহে শ্রীকৃষ্ণের ধামে ফিরে যেতে স্থির সংকল্প করলেন।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীর জনগণের সামনে থেকে ভগবানের অপ্রকট হওয়ার কথা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি গভীরভাবে ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন।

এই জড় জগতে ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তাঁর পরম ইচ্ছার উপর। সাধারণ জীবের মতো তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাব প্রকৃতির নিয়মের বশবর্তী হয়ে কোন উন্নত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে অন্য কোনও স্থানে তাঁর আবির্ভাব কিংবা তিরোভাব ব্যাহত না করেও যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে আবির্ভূত হতে পারেন।

তিনি সূর্যের মতো। সূর্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উদিত হয় এবং অস্ত যায় এবং তার ফলে অন্য কোন স্থানে তার উপস্থিতি ব্যাহত হয় না। পশ্চিম গোলার্ধ থেকে অন্তর্হিত না হয়েই সূর্য সকালে ভারতবর্ষে উদিত হতে পারে। সৌরমণ্ডলের সর্বত্রই সূর্য সর্বদাই বিরাজমান, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন কোন স্থানে সূর্য

সকালবেলা উদিত হচ্ছে এবং কোন বিশেষ সময়ে সন্ধ্যা বেলায় অস্ত যাচ্ছে। সূর্য সময়ের অপেক্ষা করে না, সুতরাং সূর্যের যিনি স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা, সেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা আর বলে কী হবে!

তাই, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, যিনি ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাঁর অপ্রাকৃত আবির্ভাব এবং তিরোভাবের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাবেন। সেখানে এই ধরনের মুক্ত পুরুষেরা জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির ক্লেশমুক্ত হয়ে নিত্য জীবন লাভ করতে পারেন। চিৎ জগতে ভগবান এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবায় নিত্যযুক্ত পার্ষদেরা সকলেই নিত্য যৌবনসম্পন্ন, কারণ সেখানে জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু নেই। যেহেতু সেখানে মৃত্যু নেই, তাই সেখানে জন্মও নেই। তাই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে যে, ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের তত্ত্ব জানার ফলেই কেবল নিত্য জীবন লাভ করা যায়।

তাই, মহারাজ যুধিষ্ঠিরও ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার কথা বিবেচনা করেছিলেন। ভগবান যখন এই পৃথিবীতে অথবা মর্তলোকের অন্য কোন স্থানে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর নিত্য পার্ষদ্দের নিয়ে আসেন। সেই সূত্রে তাঁর লীলা সহচর যদুকুলোদ্ভূত যাদবেরা ছিলেন তাঁর নিত্য পার্ষদ। তেমনই মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভায়েরা এবং তাঁর মাতা কুন্তীদেবী, এঁরাও ছিলেন তাঁর নিত্য পার্ষদ। ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদ্দের আবির্ভাব এবং তিরোভাব যেহেতু অপ্রাকৃত, তাই এই আবির্ভাব এবং তিরোভাবের আপাত প্রকাশে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৩৩

পৃথাপ্যনুশ্রুত্য ধনঞ্জয়োদিতং
নাশং যদূনাং ভগবদ্গতিং চ তাম্ ।
একান্তভক্ত্যা ভগবত্যধোক্ষজে
নিবেশিতাত্মোপররাম সংসৃতেঃ ॥ ৩৩ ॥

পৃথা—কুন্তী দেবী; **অপি**—ও; **অনুশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **ধনঞ্জয়**—অর্জুন; **উদিতম্**—উক্ত; **নাশম্**—বিনাশ; **যদূনাম্**—যদুবংশের; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **গতিম্**—অপ্রকট; **চ**—ও; **তাম্**—তাঁরা সকলে; **একান্ত**—ঐকান্তিক; **ভক্ত্যা**—ভক্তি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **অধোক্ষজে**—ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত; **নিবেশিতাত্মা**—পূর্ণরূপে একাগ্র চিত্ত; **উপররাম**—মুক্ত হয়েছিলেন; **সংসৃতেঃ**—জড় অস্তিত্ব থেকে।

অনুবাদ

কুন্তীদেবীও অর্জুনের মুখে যদু বংশের বিনাশ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট হওয়ার কথা শ্রবণ করে একান্ত ভক্তি সহকারে ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে তাঁর চিত্ত সমর্পণ করে এই জড় জগৎ ত্যাগ করলেন।

তাৎপর্য

সূর্যের অস্ত সূর্যের সমাপ্তি নয়। এর অর্থ সূর্য আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে যায়। তেমনই ভগবান যখন কোন বিশেষ গ্রহে বা ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর কার্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যান। যদু বংশের সমাপ্তির অর্থ এই নয় যে তার বিনাশ সাধন হয়েছে। ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে গিয়েছেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির যেমন ভগবদ্ ধামে ফিরে যেতে স্থির সংকল্প করেছিলেন, তেমনই কুন্তীদেবীও ঐকান্তিকভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন, যার ফলে নিশ্চিতভাবে বর্তমান জড় দেহ পরিত্যাগ করার পর অনায়াসে ভগবদ্-ধামে ফিরে যাওয়ার ছাড়পত্র মেলে।

পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি সেবা চর্চার সূচনা থেকেই বর্তমান দেহটির চিন্ময় সত্তা রূপায়ণের সূচনা হয়ে থাকে, এবং এই ভাবেই পরমেশ্বরের কোন ঐকান্তিক ভক্ত বর্তমান দেহটির সঙ্গে সমস্ত জড় সংযোগ হারাতে থাকে। নাস্তিকেরা যে মনে করে ভগবানের ধাম মানুষের অলীক কল্পনা মাত্র, তা সত্য নয়, তবে স্পুটনিক বা মহাকাশ যানে চড়ে কোনও জড় উপায়ে সেখানে যাওয়া যায় না। কিন্তু যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার ফলে উপযুক্ত চেতনা লাভ করে এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর সেখানে অবশ্যই ফিরে যাওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তির ঐকান্তিক অনুশীলনের ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া যায়, এবং কুন্তীদেবী তা লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

যয়াহরদ্ ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ ।
কণ্টকং কণ্টকেনেব দ্বয়ং চাপীশিতুঃ সমম্ ॥ ৩৪ ॥

যয়া—যার দ্বারা; **অহরৎ**—হরণ করেছিলেন; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **ভারম্**—ভার; **তাম্**—তা; **তনুম্**—দেহ; **বিজহৌ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **অজঃ**—জন্মরহিত; **কণ্টকম্**—

কাঁটা; **কন্টকেন**—কাঁটার দ্বারা; **ইব**—মতো; **দ্বয়ম্**—উভয়; **চ**—ও; **অপি**—যদিও; **ঈশিতুঃ**—ঈশ্বরের; **সমম্**—সমান।

অনুবাদ

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পর যেমন সেই দুটি কাঁটাকেই ফেলে দেওয়া হয়, তেমনই জন্মবিরহিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যাদবদের দ্বারা ধরিত্রীর ভারস্বরূপ অসুরদের বধ সাধন করে পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন, এবং তারপর তাদেরও অপ্রকট করিয়েছিলেন, কারণ তাঁর কাছে উভয়েই সমান।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর টীকায় লিখেছেন যে, মদোন্মত্ত অবস্থায় যাদবদের মৃত্যুর কাহিনী শ্রবণ করে নৈমিষারণ্যে সূত গোস্বামীর কাছে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণরত শৌনকাদির ন্যায় ঋষিরা সুখী হননি।

তাঁদের সেই মনঃকষ্ট উপশম করার জন্য সূত গোস্বামী তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ভগবানই যদুদের দ্বারা অসুর সংহার করে ভূ-ভার হরণ করেছিলেন এবং তারপর তাঁদের দেহত্যাগ করিয়েছিলেন।

ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদেরা ভূ-ভার হরণ করার জন্য দেবতাদের সাহায্য করতে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তাই তাঁর বিশ্বস্ত দেবতাদের যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়েছিলেন, যাতে তাঁর মহান কার্য সাধনে তাঁকে তাঁরা সাহায্য করেন। সেই কার্য সম্পাদন হওয়ার পর ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সেই দেবতারা সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে পরস্পরকে সংহার করেছিলেন। এইভাবে ভগবান তাঁদের দেহত্যাগ করিয়েছিলেন।

দেবতারা সোমরস পানে অভ্যস্ত, এবং তাই তাঁদের কাছে সুরাপান অজ্ঞাত নয়। এইভাবে নেশা করার ফলে তাঁরা কখনও কখনও বিপদগ্রস্ত হন। একসময় কুবেরের দুই পুত্র নেশাগ্রস্ত হওয়ার ফলে নারদ মুনি কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁদের স্বরূপ ফিরে পেয়েছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ভগবানের কাছে অসুর এবং দেবতা উভয়ই সমান, তবে দেবতারা ভগবানের বাধ্য কিন্তু অসুরেরা অবাধ্য। তাই এখানে একটি কাঁটা দিয়ে আর একটি কাঁটা তোলার দৃষ্টান্তটি খুবই যথোপযুক্ত। যে কাঁটাটি ভগবানের পায়ে ফোটে, তা অবশ্যই ভগবানকে ব্যথা দেয়, এবং অন্য যে কাঁটাটি দিয়ে সেই কাঁটাটি তোলা হয়, তা অবশ্যই ভগবানের সেবা করে থাকে। সুতরাং যদিও প্রতিটি জীবই ভগবানের

বিভিন্ন অবিচ্ছেদ্য অংশ, তবুও কাঁটার মতো ভগবানের পায়ে ফুটে যে ভগবানকে যন্ত্রণা দেয়, তাকে বলা হয় অসুর, আর যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবা করেন, তাঁকে বলা হয় দেবতা।

এই জড় জগতে দেবতা এবং অসুরেরা সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে কলহ করে, এবং ভগবান সর্বদাই অসুরদের হাত থেকে দেবতাদের রক্ষা করেন। তাঁরা উভয়ই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই পৃথিবী দুই প্রকার জীবে পূর্ণ, এবং ভগবান এখানে আসেন দেবতাদের রক্ষা করার জন্য এবং অসুরদের বিনাশ করার জন্য। যখনই পৃথিবীতে এই প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন ভগবান আসেন তাঁদের উভয়েরই মঙ্গল সাধনের জন্য।

শ্লোক ৩৫

যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্ যথা নটঃ।
ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্ ॥ ৩৫ ॥

যথা—যেমন; **মৎস্যাদি**—মীন আদি অবতার; **রূপাণি**—রূপসমূহ; **ধত্তে**—নিত্য ধারণ করেন; **জহ্যাৎ**—আপাতদৃষ্টিতে পরিত্যাগ করে; **যথা**—ঠিক যেমন; **নটঃ**—যাদুকর; **ভূ-ভারঃ**—পৃথিবীর ভার; **ক্ষপিতঃ**—প্রশমিত করে; **যেন**—যার দ্বারা; **জহৌ**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **কলেবরম্**—শরীর।

অনুবাদ

ঠিক যেমন একজন যাদুকর এক দেহ পরিত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য মৎস্য-আদি বহুবিধ রূপ পরিগ্রহ করেন এবং প্রয়োজন সাধনের পর সেই সমস্ত রূপ অপ্রকট করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ বা নিরাকার নন, পক্ষান্তরে তাঁর দেহ তাঁর থেকে অভিন্ন, এবং তাই তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলে পরিচিত। *বৃহদ্-বৈষ্ণব তন্ত্রে* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি মনে করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ জড়া শক্তি সম্ভূত, তবে তাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। আর যদি কখনও ঘটনাক্রমে সে নাস্তিকের মুখ দর্শন হয়, তা হলে তৎক্ষণাৎ বস্ত্রসহ নদীতে ডুব দিয়ে কলুষ মুক্ত হতে হয়।

ভগবানকে অমৃত বা মৃত্যুহীন বলে বর্ণনা করা হয়, কারণ তাঁর দেহ জড় নয়। এই অবস্থায়, ভগবানের দেহত্যাগ ঠিক কোনও যাদুকরের ভোজবাজির মতো। যাদুকর ভেলকি দেখায় যে, তার শরীর খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয়েছে, আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত হয়েছে, অথবা সম্মোহিনী শক্তি দ্বারা অচেতন করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি কেবলই অলীক অবাস্তব প্রদর্শনী মাত্র। বাস্তবিকই, যাদুকর ভস্মীভূত হয় না, অথবা তাকে কেটে খণ্ড খণ্ড করা হয় না, তার যাদু প্রদর্শনীর মধ্যে কোন অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয় না অথবা সে অচেতন হয় না।

তেমনই, ভগবানের অন্তহীন নিত্য রূপ রয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে মীন অবতার, তাঁর এই রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রদর্শিত হয়েছিল। যেহেতু অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, তাই কোথাও না কোথাও তাঁর মীন অবতার লীলা অবশ্যই এখন প্রকট রয়েছে। এইভাবে তাঁর লীলা নিত্য।

এই শ্লোকে *'ধত্তে'* অর্থাৎ নিত্য ধারণ করেন, এই বিশেষ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (এবং *'ধিত্বা'*, অর্থাৎ "কোনও উপলক্ষ্যে ধারণ করেন", কথাটি নয়)। এর ভাবার্থ এই যে, ভগবান মীন অবতার সৃষ্টি করেন না; তাঁর এই সমস্ত রূপ নিত্য, এবং এই ধরনের অবতারদের আবির্ভাব এবং তিরোভাব কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২৪-২৫) ভগবান বলেছেন, "নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, আমার কোন রূপ নেই, আমি নিরাকার, কেবল কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি রূপ পরিগ্রহ করে এখন প্রকাশিত হয়েছি। এই ধরনের জল্পনা কল্পনাকারীরা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিহীন। তারা বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু তারা আমার অচিন্ত্য শক্তি এবং নিত্য সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তার কারণ হল এই যে, আমি যোগমায়ার আবরণে আচ্ছাদিত থেকে অভক্তদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করি না। তাই মূঢ় মানুষেরা আমার পরম ভাবসমন্বিত জন্মরহিত অবিনশ্বর রূপের কথা জানে না।"

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, যারা ভগবানের প্রতি ক্রোধ এবং ঈর্ষাপরায়ণ, তারা ভগবানের নিত্য শাশ্বতরূপ জানার অযোগ্য। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বলা হয়েছে যে, ভগবান মল্লবীরদের কাছে বজ্রের মতো প্রতিভাত হয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের হাতে শিশুপালের মৃত্যুর সময় ব্রহ্মজ্যোতির তীব্র আলোকে তাঁর চোখ ঝলসে যাওয়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাননি। তাই কংসের মল্লদের কাছে ভগবান যে অশনি রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, অথবা শিশুপালের কাছে তীব্র রশ্মিচ্ছটা রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত রূপ তিনি পরিত্যাগ করেন, কিন্তু

একজন যাদুকরের মতো ভগবান নিত্য বিরাজমান এবং কোন অবস্থাতেই তাঁর বিনাশ হয় না।

এই ধরনের রূপ সাময়িকভাবে কেবল অসুরদেরই প্রদর্শন করান হয়, এবং সেই রূপ তিনি যখন সংবরণ করেন, তখন অসুরেরা মনে করে ভগবান হত হয়েছেন এবং তাঁর আর অস্তিত্ব নেই; ঠিক যেমন নির্বোধ দর্শকেরা মনে করে যে, যাদুকর আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে অথবা তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলা হয়েছে। এ থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভগবানের দেহ জড় নয়, এবং তাই তাঁর কখনও মৃত্যু হয় না অথবা তাঁর চিন্ময় দেহের কোন পরিবর্তন হয় না।

শ্লোক ৩৬

যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং
জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়সৎকথঃ ।
তদাহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসা-
মভদ্রহেতুঃ কলিরন্ববর্তত ॥ ৩৬ ॥

যদা—যখন; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **ইমাম্**—এই; **মহীম্**—পৃথিবী; **জহৌ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **স্বতন্বা**—স্বীয় শরীরের দ্বারা; **শ্রবণীয়সৎকথঃ**—তাঁর সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণযোগ্য; **তদা**—সেই সময়; **অহঃ এব**—সেই দিন থেকে; **অপ্রতিবুদ্ধচেতসাম্**—যাদের চেতনা যথেষ্টভাবে পরিণত হয়নি; **অভদ্র হেতুঃ**—সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ; **কলিঃঅন্ববর্তত**—কলি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলে।

অনুবাদ

যাঁর পবিত্র যশ শ্রবণ করা বিধেয়, সেই পরম পুরুষ ভগবান মুকুন্দদেব শ্রীকৃষ্ণ যেদিন সশরীরে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন, সেইদিনই অবিবেকী জনসমূহের অমঙ্গলের কারণ যে কলি ইতিপূর্বেই কিছুটা প্রকটিত হয়ে ছিল, সে অপরিণত চেতনাবিশিষ্ট মানুষদের জীবনে অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রকটিত হল।

তাৎপর্য

যারা যথেষ্টভাবে ভগবৎ চেতনাসম্পন্ন নয়, তারাই কেবল কলির দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্বাবধানে থাকলে কলির প্রভাব থেকে

অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঠিক পরেই কলিযুগ শুরু হয়, কিন্তু ভগবানের উপস্থিতির ফলে সে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু ভগবান যখন এই পৃথিবী ছেড়ে তাঁর চিন্ময় শরীর নিয়ে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেন, তখনই কলিযুগের সমস্ত অশুভ লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে থাকে, যা দ্বারকা থেকে অর্জুনের ফিরে আসার আগেই যুধিষ্ঠির মহারাজ দেখতে পেয়েছিলেন, এবং যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভগবান এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছেন। পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সূর্য যেমন আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে গেলে মনে হয় যে, সূর্য অস্ত গেছে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গিয়েছেন।

শ্লোক ৩৭

যুধিষ্ঠিরস্তৎপরিসর্পণং বুধঃ
পুরে চ রাষ্ট্রে চ গৃহে তথাত্মনি ।
বিভাব্য লোভানৃতজিহ্মহিংসনা-
দ্যধর্মচক্রং গমনায় পর্যধাৎ ॥ ৩৭ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **তৎ**—তা; **পরিসর্পণম**—প্রসারণ; **বুধঃ**—জ্ঞানসম্পন্ন; **পুরে**—রাজধানীতে; **চ**—ও; **রাষ্ট্রে**—রাজ্যে; **চ**—এবং; **গৃহে**—গৃহে; **তথা**—তথা; **আত্মনি**—স্বদেহে; **বিভাব্য**—দর্শন করে; **লোভ**—লোভ; **অনৃত**—মিথ্যাচার; **জিহ্ম**—কৌটিল্য; **হিংসন-আদি**—হিংসা, মাৎসর্য; **অধর্ম**—অধর্ম; **চক্রম্**—দুষ্টচক্র; **গমনায়**—পৃথিবী ত্যাগ করার জন্য; **পর্যধাৎ**—তদনুযায়ী পরিধান গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

লোভ, মিথ্যা, কুটিলতা ও হিংসা প্রভৃতি অধর্মচক্র বিস্তার লাভ করতে দেখে বিজ্ঞ যুধিষ্ঠির মহারাজ বুঝলেন যে, তাঁর রাজধানীতে, রাজ্যে, গৃহে এবং দেহেও কলির সঞ্চার হচ্ছে, তাই তিনি মহাপ্রস্থান করবার উপযুক্ত বসনসমূহ পরিধান করলেন।

তাৎপর্য

এই যুগ কলির প্রভাবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় থেকেই, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, কলিযুগের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে শুরু

করে, এবং প্রামাণিক শাস্ত্রাদি থেকে জানা যায়যে, কলিযুগের আরও ৪,২৭,০০০ বছর বাকি আছে। উল্লিখিত কলিযুগের লক্ষণসমূহ, যথা—লোভ, মিথ্যাচার, কুটিলতা, প্রতারণা স্বার্থপরতা, হিংসা ইত্যাদি ইতিমধ্যেই প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং কলিযুগের প্রভাব বর্ধিত হতে হতে বিনাশের সময় পর্যন্ত যে কি অবস্থা হবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, ভগবদ্‌বিমুখ তথাকথিত সভ্য মানুষদের কলি প্রভাবিত করে। কিন্তু যারা ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে ভগবান কর্তৃক সুরক্ষিত, তাদের এই ভয়ঙ্কর কলিযুগ থেকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন ভগবানের এক মহান্ ভক্ত, এবং তাঁর পক্ষে কলির ভয়ে ভীত হওয়ার কোনই কারণ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে ভগবদ্-ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে মনস্থ করেছিলেন। পাণ্ডবেরা ভগবানের নিত্যপার্ষদ, এবং তাই তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য তাঁরা সব চেয়ে বেশি আগ্রহী। আর তা ছাড়া, একজন আদর্শ রাজারূপে, মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সংসার থেকে অবসর গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

গৃহের কার্যকলাপ পরিচালনা করার জন্য যখন কোন উপযুক্ত যুবক থাকে, তখন পারমার্থিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত যমরাজের ইচ্ছায় একজনকে টেনে হিঁচড়ে বার করে না আনা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহরূপ অন্ধকূপে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আধুনিক যুগের রাজনৈতিক নেতাদের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে নবীনদের জন্য পথ ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধদেরও তাঁর থেকে এই শিক্ষা লাভ করে বলপূর্বক মৃত্যুর কবলিত হওয়ার পূর্বেই পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য গৃহত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ৩৮

স্বরাট পৌত্রং বিনয়িনমাত্মনঃ সুসমং গুণৈঃ ।
তোয়নীব্যাঃ পতিং ভূমেরভ্যষিঞ্চদ্ গজাহ্বয়ে ॥ ৩৮ ॥

স্বরাট্—সম্রাট; **পৌত্রম্**—পৌত্রকে; **বিনয়িনম্**—উপযুক্ত শিক্ষায় প্রশিক্ষিত; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **সুসমম্**—সর্বতোভাবে তাঁর সমান; **গুণৈঃ**—গুণাবলীর দ্বারা; **তোয়নীব্যাঃ**—সাগর পর্যন্ত যাঁর সীমা; **পতিম্**—প্রভু; **ভূমে**—ভূমির; **অভ্যসিঞ্চৎ**—অভিষিক্ত করেছিলেন; **গজাহ্বয়ে**—হস্তিনাপুর নগরে।

অনুবাদ

অতঃপর, সম্রাট যুধিষ্ঠির সর্বাংশে তাঁর মতো গুণবান্, বিনীত পৌত্র পরীক্ষিতকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বররূপে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর সমতুল্য গুণবান পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিতকে প্রজাপালনে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেছিলেন। তারপর মহাপ্রস্থানের পূর্বে তিনি তাঁকে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ সম্বন্ধে এই শ্লোকে যে *বিনয়িনম্* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। হস্তিনাপুরের রাজাদের অন্ততপক্ষে মহারাজ পরীক্ষিৎ পর্যন্ত, কেন সারা পৃথিবীর সম্রাট বলে স্বীকার করা হয়েছিল? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, সম্রাটের সুদক্ষ পরিচালনায় পৃথিবীর মানুষ সুখ এবং শান্তি লাভ করেছিল। প্রচুর পরিমাণে শস্য, ফলমূল, দুধ, ওষধি, মূল্যবান রত্ন, ধাতু এবং মানুষের অন্যান্য যা কিছু প্রয়োজন, প্রচুর পরিমাণে তার উৎপাদনের ফলে নাগরিকেরা সুখী হয়েছিল। তাঁদের রাজ্য শাসন কালে নাগরিকেরা দৈহিক ক্লেশ, মানসিক দুশ্চিন্তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য প্রাণীদের দ্বারা সৃষ্ট সব রকম ক্লেশ থেকে মুক্ত ছিলেন। যেহেতু সকলেই সর্বতোভাবে সুখী ছিলেন, তাই কারো কোন অভিযোগ ছিল না, যদিও রাজনৈতিক কারণে এবং আধিপত্য বিস্তার করার জন্য কখনও কখনও অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ হত। জীবনে পরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলেই শিক্ষা লাভ করতেন, এবং তাই মানুষেরা যথেষ্ট তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন বলে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কলহ করতেন না। কলিযুগের প্রভাব বিস্তার লাভ করছে বলে রাজা এবং প্রজা উভয়েরই সদ্‌গুণাবলী নষ্ট হয়ে পড়েছে, এবং তাই শাসক এবং শাসিতের সম্পর্ক বিষময় হয়ে উঠেছে। তবুও এই বৈষম্যের যুগেও ভগবৎ চেতনার বিকাশ হতে পারে। এইটি এই যুগের বিশেষ গুণ।

শ্লোক ৩৯

মথুরায়াং তথা বজ্রং শূরসেনপতিং ততঃ ।
প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিমগ্নীনপিবদীশ্বরঃ ॥ ৩৯ ॥

মথুরায়াম্—মথুরায়; **তথা**—ও; **বজ্রম্**—বজ্রকে; **শূরসেনপতিম্**—শূরসেন জাতির অধিপতি; **ততঃ**—তারপর; **প্রাজাপত্যাম্**—প্রাজাপত্য যজ্ঞ; **নিরূপ্য**—অনুষ্ঠান করে; **ইষ্টম্**—লক্ষ্য; **অগ্নীন্**—অগ্নি; **অপিবৎ**—নিজেতে আরোপ করেছিলেন; **ঈশ্বরঃ**—সক্ষম।

অনুবাদ

তারপর তিনি অনিরুদ্ধের পুত্র (শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র) বজ্রকে শূরসেনদের অধিপতি-রূপে মথুরায় অভিষিক্ত করলেন। তারপর মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রাজাপত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনাতে অগ্নি আরোপ করলেন।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজকে হস্তিনাপুরের রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করে, এবং তার পর শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে মথুরার রাজপদে অভিষিক্ত করে যুধিষ্ঠির মহারাজ বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন। গুণ এবং কর্ম অনুসারে বিভক্ত চারটি আশ্রম এবং চারটি বর্ণসমন্বিত বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃত মানব জীবন শুরু হয়। মানব সমাজের ধারক এবং বাহকরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির যথাসময়ে উপযুক্ত রাজকুমার পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

বর্ণাশ্রম ধর্মের এই বিজ্ঞানসম্মত প্রথা মানুষের জীবনকে চারটি আশ্রমে ভাগ করেছে এবং মানুষের বৃত্তিকে চারটি বর্ণে ভাগ করেছে। চারটি আশ্রম হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। বর্ণ এবং বৃত্তি নির্বিশেষে সকলেরই এই চারটি আশ্রম অনুশীলন করা উচিত।

আধুনিক যুগের রাজনৈতিক নেতারা বৃদ্ধ এবং জরাগ্রস্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও তাদের সক্রিয় জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে চায় না, কিন্তু আদর্শ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় রাজপদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাদের জীবন এমনভাবে সাজিয়ে নেওয়া যাতে জীবনের শেষ পনের-কুড়ি বছর পরম পূর্ণতা লাভের জন্য সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা যায়। সারা জীবন জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে লিপ্ত থাকা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, কারণ মন যদি জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে মগ্ন থাকে, তা হলে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। জীবনের চরম সার্থকতা স্বরূপ ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পরম কর্তব্যে অবহেলা করে আত্মবিনাশকারী পন্থা অনুসরণ করা কারো উচিত নয়।

শ্লোক ৪০

বিসৃজ্য তত্র তৎ সর্বং দুকূলবলয়াদিকম্ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সংছিন্নাশেষবন্ধনঃ ॥ ৪০ ॥

বিসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; **তত্র**—সেই সব; **তৎ**—তা; **সর্বম্**—সব কিছু; **দুকূল**—কোমরবন্ধ; **বলয়াদিকম্**—কঙ্কণাদি; **নির্মমঃ**—মমতাশূন্য; **নিরহঙ্কারঃ**—অহঙ্কারশূন্য; **সংছিন্ন**—সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে; **অশেষ বন্ধনঃ**—অন্তহীন বন্ধন।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাঁর বসন ও বলয়াদি রাজকীয় মর্যাদাব্যঞ্জক অলঙ্কারসমূহ পরিত্যাগ করে অহঙ্কার এবং মমতা বর্জন করলেন, এবং তাঁর সব কিছুর বন্ধন ছিন্ন করলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের পার্ষদমণ্ডলীর মধ্যে অন্যতম হতে হলে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে পবিত্র না হলে কখনই ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা যায় না অথবা ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায় না। তাই, পারমার্থিক পবিত্রতা লাভ করার জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁর রাজবসন এবং অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করে তাঁর রাজৈশ্বর্য বর্জন করেছিলেন। কষায় বস্ত্র, বা সন্ন্যাসীর গৈরিক কৌপিন সব রকম চিত্তাকর্ষক জড়জাগতিক পোশাক-পরিচ্ছদ ত্যাগের প্রতীক, এবং তাই তিনি তাঁর বসন পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্য এবং পরিবারের প্রতি উদাসীন হয়েছিলেন এবং তার ফলে সমস্ত জড় কলুষ থেকে অথবা জড় উপাধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

মানুষ সাধারণত নানা প্রকার পদমর্যাদার প্রতি আসক্ত—বংশ, সমাজ, দেশ, বৃত্তি, ঐশ্বর্য, প্রতিষ্ঠা এবং অন্য অনেক রকমের পদমর্যাদা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই সমস্ত পদমর্যাদার প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে, ততক্ষণ তাকে জড়জাগতিক কলুষময় বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আধুনিক যুগে মানব সমাজের তথাকথিত নেতারা তাদের জাতীয় চেতনার প্রতি আসক্ত, কিন্তু তারা জানে না যে, এই ধরনের ভ্রান্ত চেতনা জড়জাগতিক বদ্ধ জীবের আর একটি পদমর্যাদা বোধ মাত্র। ভগবদ্‌ধামে ফিরে যাওয়ার আগে তার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হলে এই সমস্ত পদমর্যাদা বোধ মানুষকে পরিত্যাগ করতেই হবে।

জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ যখন মৃত্যু বরণ করে মূর্খ জনগণ তাদের গুণগান করে, কিন্তু এখানে আমরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি, যিনি রাজা হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের জাতীয় চেতনা অগ্রাহ্য করে এই পৃথিবী ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আর তাই আজও তাঁকে পরম পুরুষ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রায় সমতুল্য বিবেচনা করে স্মরণ করা হয়ে থাকে, যেহেতু তিনি ছিলেন এমনই পুণ্যবান এক রাজা। আর, যেহেতু পৃথিবীর মানুষ এই রকম পুণ্যবান রাজাদের দ্বারা শাসিত হত, তাই তারা ছিল সর্বতোভাবে সুখী, এবং এই ধরনের মহান্ সম্রাটদের পক্ষেই পৃথিবী শাসন করা খুবই সম্ভব হত।

শ্লোক ৪১

বাচং জুহাব মনসি তৎপ্রাণ ইতরে চ তম্ ।
মৃত্যাবপানং সোৎসর্গং তং পঞ্চত্বে হ্যজোহবীৎ ॥ ৪১ ॥

বাচম্—বাগিন্দ্রিয়; **জুহাব**—পরিত্যাগ করে; **মনসি**—মনে; **তৎ প্রাণে**—মনকে প্রাণে; **ইতরে চ**—অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও; **তম্**—তাতে; **মৃত্যৌ**—মৃত্যুতে; **অপানম্**—অপান বায়ুতে; **স-উৎসর্গম্**—সম্যক্‌ভাবে উৎসর্গ করে; **তম্**—তাকে; **পঞ্চত্বে**—পঞ্চভূতাত্মক দেহে; **হি**—অবশ্যই; **অজোহবীৎ**—লীন করলেন।

অনুবাদ

তারপর তিনি বাক্-আদি ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের মধ্যে, মনকে প্রাণে, প্রাণকে নিঃশ্বাসের অপানবায়ুতে, অপানবায়ুকে মৃত্যুতে, মৃত্যুকে পঞ্চভূতাত্মক দেহে লীন করলেন এবং জীবনের জড়জাগতিক ধারণা থেকে মুক্ত হলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা অর্জুনের মতো মনকে একাগ্র করতে শুরু করলেন এবং ধীরে ধীরে সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হলেন। প্রথমে তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপকে একাগ্র করে মনের মধ্যে লীন করলেন, অর্থাৎ তিনি তাঁর মনকে ভগবানের সেবা অভিমুখী করলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন যে, সমস্ত জড় কার্যকলাপ যেহেতু সম্পাদিত হয় মনের দ্বারা জড় ইন্দ্রিয়ের কর্ম ও ফলের মাধ্যমে, এবং যেহেতু তিনি ভগবানের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন, তাই মন যেন সমস্ত জড় কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হয়। তখন আর কোন জড় কার্যকলাপের প্রয়োজন ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে, মনের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা যায় না, কারণ সেগুলি নিত্য শাশ্বত আত্মারই প্রতিফলন, কিন্তু কার্যকলাপের গুণবৈশিষ্ট্যগুলিকে জড় সত্তা থেকে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার সত্তায় পরিবর্তন করা যায়। প্রাণবায়ুর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যখন মনকে ধৌত করা হয়, তখন মনের জড় আবেশের পরিবর্তন হয় এবং তার ফলে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত চক্র থেকে তাকে উদ্ধার করে শুদ্ধ পারমার্থিক জীবনে অধিষ্ঠিত করা হয়।

অনিত্য জড় দেহ ধারণ করার ফলেই জীবের কাছে এই জড় জগৎ প্রকটিত হয়ে ওঠে, এবং এই জড় দেহটি তৈরি হয় মৃত্যুর সময় মনের অবস্থা অনুসারে, আর অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে মনকে যদি পবিত্র করা হয় এবং নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিয়োজিত রাখা হয়, তা হলে আর মৃত্যুর পর মনের পক্ষে আর একটি জড় দেহ তৈরি করার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। তা তখন জড় কলুষ মাঝে নিমজ্জিত হবার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়। বিশুদ্ধ আত্মা তখন তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ ধামে ফিরে যেতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ৪২

ত্রিত্বে হুত্বা চ পঞ্চত্বং তচ্চৈকত্বেঽজুহোন্মুনিঃ ।
সর্বমাত্মন্যজুহবীদ্ ব্রহ্মণ্যাত্মানমব্যয়ে ॥ ৪২ ॥

ত্রিত্বে—তিন গুণে; **হুত্বা**—নিবেদন করে; **চ**—ও; **পঞ্চত্বম্**—পঞ্চমহাভূত; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **একত্বে**—অবিদ্যায়; **অজুহোৎ**—লীন করেছিলেন; **মুনিঃ**—চিন্তাশীল; **সর্বম্**—সবকিছু; **আত্মনি**—আত্মায়; **অজুহবীৎ**—একাগ্র করেছিলেন; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মে; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **অব্যয়ে**—অব্যয় সত্তায়।

অনুবাদ

তারপর সেই মুনি যুধিষ্ঠির পঞ্চভূতের ঐক্যস্বরূপ জড় দেহকে জড়া প্রকৃতির তিন গুণে লীন করে, সেই গুণত্রয়কে একত্বে বা অবিদ্যায় লীন করলেন এবং তারপর অবিদ্যাকে আত্মায় এবং আত্মাকে অব্যয় ব্রহ্মে লীন করলেন।

তাৎপর্য

জড় জগতে যা কিছু তা সবই মহত্তত্ত্ব-অব্যক্ত থেকে প্রকাশিত, এবং আমাদের জড় দৃষ্টিতে যা কিছু গোচরীভূত হয়, তা সবই জড়া প্রকৃতির বৈচিত্র্যের বিভিন্ন

সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়। জীব কিন্তু সমস্ত জড় পদার্থ থেকে ভিন্ন। ভগবানের নিত্য দাসরূপে তার নিত্য স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার ফলেই জীব এইভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং জড়া প্রকৃতির প্রভু ও ভোক্তারূপে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয় এবং তার ফলে সে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ভ্রান্ত প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মন এইভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ার ফলে জীব প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার ফলে পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহ সৃষ্টি হয়। সেই প্রক্রিয়াকে মহারাজ যুধিষ্ঠির বিপরীতমুখী করেছিলেন। তিনি দেহের পাঁচটি উপাদানকে প্রকৃতির তিনটি গুণে লীন করেছিলেন।

জড়া প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রভাবে প্রকাশিত দেহের ভাল, খারাপ এবং মাঝারি— এই তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্বাপিত হয়। তারপর প্রকৃতির গুণগুলি শুদ্ধ জীবের ভ্রান্ত পরিচিতি উদ্ভূত জড়া প্রকৃতির অবিদ্যায় লীন হয়।

কেউ যখন চিৎ জগতের অসংখ্য গ্রহলোকে, বিশেষ করে গোলোক বৃন্দাবনে, ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করতে চান, তখন তাঁকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে হয় যে, তিনি এই জড়া প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; এখানে তাঁর করণীয় কিছুই নেই, এবং তাঁকে শুদ্ধ আত্মা রূপে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে হয়। আত্মার এই শুদ্ধ অবস্থাকে বলা হয় ব্রহ্ম, যা পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক।

পরীক্ষিৎ মহারাজ এবং বজ্রকে তাঁর রাজ্য দান করার পর যুধিষ্ঠির মহারাজ আর নিজেকে সারা পৃথিবীর অধীশ্বর বা কুরুবংশের প্রধান বলে মনে করেননি।

এইভাবে সব রকম জড় সম্পর্ক থেকে মুক্ত হওয়া, আর জড়া প্রকৃতির স্থূল এবং সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে এই জগতে অবস্থান কালেও ভগবানের দাসত্ব বরণ করা যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় জীবন্মুক্ত অবস্থা। জড় জগতে অবস্থান কালেও এই জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করা যায়। এইটিই হচ্ছে জড় অস্তিত্বের সমাপ্তি সাধনের পন্থা।

নিজেকে কেবল ব্রহ্ম বলেই অনুমান করা উচিত নয়, ব্রহ্মভূত স্তরে অবস্থানের উপযোগী আচরণ করাও কর্তব্য। যে নিজেকে কেবল ব্রহ্ম বলে মনে করে, সে নির্বিশেষবাদী, এবং যিনি ব্রহ্মভূত স্তরের উপযোগী আচরণ করেন, তিনি শুদ্ধ ভক্ত।

শ্লোক ৪৩

চীরবাসা নিরাহারো বদ্ধবাঙ্‌মুক্তমূর্ধজঃ।
দর্শয়ন্নাত্মনো রূপং জড়োন্মত্তপিশাচবৎ।
অনবেক্ষমাণো নিরগাদশৃণ্বন্ বধিরো যথা ॥ ৪৩ ॥

চীরবাসাঃ—ছিন্নবস্ত্র ধারণ করে; **নিরাহারঃ**—আহার পরিত্যাগ করে; **বদ্ধবাক্**—কথা বলা বন্ধ করে; **মুক্তমূর্ধজঃ**—বিক্ষিপ্ত ক্লেশ; **দর্শয়ন্**—দেখাতে লাগলেন; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **রূপম্**—দেহের আকৃতি; **জড়**—জড়; **উন্মত্ত**—উন্মত্ত; **পিশাচবৎ**—পিশাচের মতো; **অনবেক্ষমানঃ**—কারও অপেক্ষা না করে; **নিরগাৎ**—নির্গত হয়েছিলেন; **অশৃণ্বন্**—না শুনে; **বধিরঃ**—বধিরের মতো; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

তারপর যুধিষ্ঠির মহারাজ ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে, সব রকম আহার বর্জন করে, মৌনী ভাব অবলম্বন করে, আলুলায়িত কেশ হয়ে নিজেকে জড়, উন্মাদ ও পিশাচের মতো ভাব দেখিয়ে অনুজাদি কারও অপেক্ষা না করে এবং বধিরের মতো কারও কোনও কথায় কর্ণপাত না করেই গৃহ থেকে বহির্গত হলেন।

তাৎপর্য

সমস্ত জড় বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে যুধিষ্ঠির মহারাজের আর রাজকীয় জীবন এবং পারিবারিক সম্ভ্রমের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না এবং জড়, উন্মাদ এবং পিশাচের মতো ভাব দেখিয়ে তিনি মৌনী ভাব অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর ভাইয়েরা যাঁরা চিরকাল তাঁর সহায়তা করেছিলেন, তিনি তাঁদেরও অপেক্ষা করলেন না। সব কিছু থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়াকে বলা হয় বিশুদ্ধ নির্ভীক অবস্থা।

শ্লোক ৪৪

উদীচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্বাং মহাত্মভিঃ।
হৃদি ব্রহ্ম পরং ধ্যায়ন্নাবর্তেত যতো গতঃ ॥ ৪৪ ॥

উদীচীম্—উত্তর দিকে; **প্রবিবেশাশাম্**—যারা সেখানে প্রবেশ করতে চায়; **গতপূর্বাম্**—পূর্বপুরুষেরা যেদিকে গমন করেছিলেন; **মহাত্মভিঃ**—মহাত্মাদের দ্বারাও; **হৃদি**—হৃদয়ে; **ব্রহ্ম**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরম্**—ভগবান; **ধ্যায়ন্**—নিরন্তর তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে; **ন আবর্তেত**—ফিরে আসতে হয় না; **যতঃ**—যেখানে; **গতঃ**—গেলে।

অনুবাদ

একাগ্রচিত্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করতে করতে, যেদিকে গমন করলে আর ফিরতে হয় না, মহাত্মারা যে পথে গমন করেছিলেন, যুধিষ্ঠির মহারাজ সেই উত্তর দিকেই গমন করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর পূর্ববর্তী মহাত্মাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। পূর্বে বহুবার আমরা বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছি যা বিশেষ করে আর্যবর্তের অধিবাসীরা অনুশীলন করতেন। এই বর্ণাশ্রম ধর্মে জীবনের বিশেষ স্তরে গৃহের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করার গুরুত্ব বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়েছে। সেই শিক্ষা এমন ভাবে দেওয়া হত যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো অতি সম্ভ্রান্ত এবং অতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য সমস্ত পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে গৃহত্যাগ করতেন।

কোনও রাজা অথবা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত গৃহে থাকতেন না, কারণ তাকে মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ আত্মহত্যা বলে মনে করা হত। সব রকম পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য, সর্বদাই এই পন্থা অনুসরণ করতে সকলকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ এইটিই প্রামাণ্য পন্থা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬২) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন যে, জীবনের অন্তিম সময়ে ভগবানের ভক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো সাধু ব্যক্তিরা তাঁদের চরম মঙ্গল সাধনের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করেন।

এই শ্লোকে *ব্রহ্ম পরম* শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১০/১৩) অর্জুনও অসিত, দেবল, নারদ এবং ব্যাস প্রমুখ মহাজনদের উক্তির পুনরাবৃত্তি করে শ্রীকৃষ্ণকে পরম ব্রহ্ম বলে অভিহিত করেছেন। এইভাবে গৃহত্যাগ করে উত্তরাভিমুখে যাবার সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর পূর্বপুরুষদের এবং সর্ব কালের মহান্ ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করছিলেন।

শ্লোক ৪৫

সর্বে তমনুনির্জগ্মুর্ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ।
কলিনাধর্মমিত্রেণ দৃষ্ট্বা স্পৃষ্টাঃ প্রজা ভুবি ॥ ৪৫ ॥

সর্বে—তাঁর সমস্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতারা; **তম্**—তাঁকে ; **অনুনির্জগ্মুঃ**—তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুসরণ করে গৃহত্যাগ করলেন; **ভ্রাতরঃ**—ভাইয়েরা; **কৃতনিশ্চয়াঃ**—দৃঢ় সংকল্প হয়ে; **কলিনা**—কলির দ্বারা; **অধর্ম**—অধর্ম; **মিত্রেণ** —বন্ধুর দ্বারা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **স্পৃষ্টাঃ**—আক্রান্ত হয়ে; **প্রজাঃ**—প্রজাদের; **ভুবি**—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

অধর্মের বন্ধু কলির প্রভাবে সারা পৃথিবীর প্রজাদের অধর্ম-আচরণের প্রবৃত্তি দ্বারা আক্রান্ত দেখে যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও অবিচলিত চিত্তে তাঁর অনুগমন করলেন।

তাৎপর্য

যুধিষ্ঠির মহারাজের অনুজেরাও ছিলেন সেই মহান্ নৃপতির অত্যন্ত অনুগত, এবং তাঁরাও জীবনের পরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত ছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন।

সনাতন ধর্মের বৃত্তান্ত অনুসারে জীবনের অর্ধভাগ অতিবাহিত হলে আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত হওয়ার জন্য গৃহত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ স্থির করতে পারে না কিভাবে সে নিজেকে মুক্ত করবে। কখনও কখনও অবসরপ্রাপ্ত মানুষেরা বিভ্রান্ত হয়ে স্থির করতে পারে না কিভাবে তারা তাদের জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করবে।

এখানে পাণ্ডবদের মতো মহাজনেরা পথ প্রদর্শন করে গেছেন। তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিজেদের যুক্ত করে সেই পথ প্রদর্শন করে গেছেন। শ্রীধর স্বামীর মতে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। এই সমস্ত পন্থা তারাই অনুসরণ করে, যারা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত নয়. জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৪) নির্দেশ দিয়ে গেছেন, এবং পাণ্ডবেরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন বলে তাঁরা সেই নির্দেশ নির্দ্বিধায় পালন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

তে সাধুকৃতসর্বার্থা জ্ঞাত্বাত্যন্তিকমাত্মনঃ ।
মনসা ধারয়ামাসুর্বৈকুণ্ঠচরণাম্বুজম্ ॥ ৪৬ ॥

তে—তাঁরা সকলে; **সাধুকৃত**—সাধুর উপযোগী সমস্ত আচরণ সম্পাদন করে; **সর্বার্থাঃ**—সমস্ত অর্থসমন্বিত; **জ্ঞাত্বা**—ভালভাবে জেনে; **আত্যন্তিকম্**—চরম কল্যাণপ্রদ; **আত্মনঃ**—জীবের; **মনসা**—মনে; **ধারয়ামাসু**—ধারণ করেছিলেন; **বৈকুণ্ঠ**—বৈকুণ্ঠপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **চরণাম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

যদিও পাণ্ডবেরা সকলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ চতুর্বর্গকে সম্যক্ রূপে আয়ত্ত করেছিলেন, তথাপি তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলকেই জীবের পরম পুরুষার্থ জেনে, মনে মনে তাঁরই ধ্যান ধারণা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২৮) ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা পূর্ব জন্মে বহু পুণ্য করেছেন এবং পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে পারেন। পাণ্ডবেরা, কেবল এই জন্মেই নয়, পূর্বে জন্ম-জন্মান্তরে পরম পুণ্য ফলপ্রদ আচরণ করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা সব রকম পাপ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত ছিলেন। তাই তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে তাঁদের চিত্ত একাগ্রীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভের পন্থা তাঁরাই গ্রহণ করেন, যাঁরা পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এই চতুর্বর্গের প্রভাবের দ্বারা কলুষিত এই সমস্ত মানুষেরা বৈকুণ্ঠপতি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করতে পারে না। বৈকুণ্ঠলোক এই জড় জগতের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত। জড় জগৎ ভগবানের মায়াশক্তি দুর্গাদেবীর দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোক পরিচালিত হয় ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

শ্লোক ৪৭-৪৮

তদ্ধ্যানোদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা বিশুদ্ধধিষণাঃ পরে ।
তস্মিন্ নারায়ণপদে একান্তমতয়ো গতিম্ ॥ ৪৭ ॥
অবাপুর্দুরবাপাং তে অসদ্ভির্বিষয়াত্মভিঃ ।
বিধূতকল্মষা স্থানং বিরজেনাত্মনৈব হি ॥ ৪৮ ॥

তৎ—সেই; **ধ্যান**—ধ্যান; **উদ্রিক্তয়া**—মুক্ত হয়ে; **ভক্ত্যা**—ভক্তিভাবের দ্বারা; **বিশুদ্ধ**—নির্মল; **ধিষণাঃ**—বুদ্ধির দ্বারা; **পরে**—পরমে; **তস্মিন্**—তাতে; **নারায়ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পদে**—শ্রীপাদপদ্মে; **একান্তমতয়ঃ**—পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্র চিত্ত; **গতিম্**—গতি; **অবাপুঃ**—লাভ করেছিলেন; **দুরবাপাম্**—অত্যন্ত দুর্লভ; **তে**—তাঁরা; **অসদ্ভিঃ**—জড়বাদীদের দ্বারা; **বিষয়াত্মভিঃ**—জড় বিষয়ে অভিনিবিষ্ট চিত্ত; **বিধূত**—বিধৌত; **কল্মষাঃ**—জড় কলুষ; **স্থানম্**—স্থান; **বিরজেন**—রজোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত; **আত্মনা এব**—সশরীরে; **হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

নিরন্তর ভগবানের কথা স্মরণ করার ফলে তাঁদের চেতনা নির্মল হওয়ায় চিদাকাশে তাঁরা পরম নারায়ণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শাসনাধীন চিন্ময় ধাম লাভ করেছিলেন। সেই ধাম তাঁরাই প্রাপ্ত হন, যাঁরা ঐকান্তিকভাবে ভগবানের ধ্যান করেন। গোলোক বৃন্দাবন নামক ভগবানের সেই ধাম জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা কখনই লাভ করতে পারে না। কিন্তু পাণ্ডবদের সমস্ত জড় কলুষ সম্পূর্ণভাবে বিধৌত হয়েছিল বলে তাঁরা সশরীরে সেই ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, যে মানুষ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমো গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি তাঁর দেহ পরিবর্তন না করেই জীবনের পরম গতি লাভ করতে পারেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী *হরিভক্তিবিলাসে* বলেছেন, যে কোন মানুষ সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে পারমার্থিক শিক্ষা অনুশীলন করার ফলে দ্বিজ ব্রাহ্মণত্বের চরম পূর্ণতা লাভ করতে পারেন, ঠিক যেমন কোন রসায়নবিদ্ বিশেষ রাসায়নিক কৌশলে কাঁসাকে সোনায় পরিবর্তন করতে পারে। তাই ব্রাহ্মণত্ব লাভের ব্যাপারে সদ্গুরুর শিক্ষা এবং নির্দেশই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, দেহের পরিবর্তন না করেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, তেমনই যথাযথ পন্থা অনুসরণ করার মাধ্যমে দেহের পরিবর্তন না করেই ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর টীকায় মন্তব্য করেছেন যে, এখানে *'হি'* শব্দটির ব্যবহার দৃঢ় নিশ্চিতভাবে এই সত্যকে প্রতিপন্ন করেছে, এবং সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (১৪/২৬) শ্রীল জীব গোস্বামীর এই উক্তিকে সমর্থন করা হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন যে, যিনি অব্যভিচারী ভক্তির দ্বারা আমার

সেবা করেন, তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হন, এবং যখন অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা হয়, তখন সেই ব্রহ্মের পূর্ণতার স্তরও অতিক্রম করা হয়। দেহের পরিবর্তন না করেই যে ভগবানের পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই, যে কথা পূর্বেই ভগবানের শরীরের পরিবর্তন না করেই তাঁর ধামে ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৯

বিদুরোঽপি পরিত্যজ্য প্রভাসে দেহমাত্মনঃ ।
কৃষ্ণাবেশেন তচ্চিত্তঃ পিতৃভিঃ স্বক্ষয়ং যযৌ ॥ ৪৯ ॥

বিদুরঃ—বিদুর (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য); **অপি**—ও; **পরিত্যজ্য**—দেহত্যাগ করে; **প্রভাসে**—প্রভাস তীর্থে; **দেহমাত্মনঃ**—তাঁর দেহ; **কৃষ্ণ**—পরমেশ্বর ভগবান; **আবেশেন**—সেই চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে; **তৎ**—তাঁর; **চিত্তঃ**—চিন্তা এবং কার্য; **পিতৃভিঃ**—পিতৃদের সঙ্গে; **স্বক্ষয়ম্**—তাঁর স্বীয় ধামে; **যযৌ**—গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

বিদুরও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে প্রভাস তীর্থে দেহ পরিত্যাগ করে পিতৃগণসহ স্বস্থানে গমন করলেন।

তাৎপর্য

পাণ্ডব এবং বিদুরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, পাণ্ডবেরা ভগবানের নিত্য পার্ষদ, আর বিদুর পিতৃলোকের অধ্যক্ষ যমরাজ। মানুষ যমরাজকে ভয় পায়, কারণ একমাত্র তিনিই জড় জগতের দুষ্কৃতকারীদের দণ্ডদান করেন, কিন্তু যাঁরা ভগবদ্ভক্ত তাঁদের পক্ষে তাঁকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। তিনি ভক্তদের সহৃদয় বন্ধু, কিন্তু অভক্তদের কাছে তিনি মূর্তিমান ভয়।

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, যমরাজ মণ্ডূক মুনি কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন যে, তিনি শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করবেন, এবং তাই বিদুর ছিলেন যমরাজের অবতার। ভগবানের নিত্য সেবকরূপে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেছিলেন এবং পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্রের মতো অত্যন্ত জড়াসক্ত মানুষও মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর ভগবদ্ভক্তির

প্রভাবে তিনি সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করতে সক্ষম ছিলেন, এবং তার ফলে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করার সমস্ত কলুষ বিধৌত হয়েছিল। তাঁর দেহান্তে পিতৃলোকের অধিবাসীরা পুনরায় তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে স্বপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

দেবতারাও ভগবানের পার্ষদ, তবে তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শ লাভ করতে তাঁরা পারেন না, কিন্তু ভগবানের নিত্য পার্ষদেরা নিরন্তর তাঁর সঙ্গ লাভ করেন। ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদেরা অবিরতভাবে বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করে তাঁদের লীলা বিলাস করেন। ভগবান সেই সমস্ত লীলা স্মরণ রাখেন, কিন্তু তাঁর পার্ষদেরা তাঁর অণুসদৃশ অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে তা ভুলে যান। সে-কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/৫)* বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫০

দ্রৌপদী চ তদাজ্ঞায় পতীনামনপেক্ষতাম্ ।
বাসুদেবে ভগবতি হ্যেকান্তমতিরাপ তম্ ॥ ৫০ ॥

দ্রৌপদী—দ্রৌপদী (পাণ্ডবদের পত্নী); **চ**—এবং; **তদা**—তখন; **আজ্ঞায়**—শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে জেনে; **পতীনাম্**—পতীদের; **অনপেক্ষতাম্**—তাঁর অপেক্ষা না করে; **বাসুদেবে**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **হি**—যথার্থভাবে; **এক-অন্ত**—সম্পূর্ণভাবে; **মতিঃ**—একাগ্রচিত্ত; **আপ**—লাভ করেছিলেন; **তম্**—তাঁকে (পরমেশ্বর ভগবানকে)।

অনুবাদ

দ্রৌপদীও দেখলেন যে, তাঁর পতিদের মধ্যে কেউই তাঁর অপেক্ষা না করে একে একে সকলেই চলে গেলেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে উত্তমরূপেই জানতেন। তিনি এবং সুভদ্রা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণে একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করে তাঁর পতিদেরই অনুরূপ সুফল অর্জন করলেন।

তাৎপর্য

আকাশে বিমান চালানোর সময় অন্য বিমানের চালনায় সাহায্য করা যায় না। প্রত্যেককেই তার নিজের নিজের বিমান চালাতে হয়, এবং কারও কোনও বিপদ

হলে অন্য কোনও বিমান এসে তাকে সাহায্য করতে পারে না। তেমনই জীবনের অন্তিম সময়ে, যখন ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ লাভ হয়, তখন সকলকেই অন্যের সাহায্য ব্যতীতই সেই পথে এগিয়ে চলতে হয়। আকাশে উড়বার আগে, মাটিতে থাকার সময়, সাহায্য পাওয়া যায়।

তেমনই, শ্রীগুরু, পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পতি এবং অন্য সকলে জীবদ্দশায় নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু ভব সমুদ্র পার হওয়ার সময় পূর্বলব্ধ সমস্ত উপদেশ স্মরণ করে এবং সেগুলির সদ্ব্যবহার করে এবং একাকী গন্তব্য স্থলে এগিয়ে যেতে হয়।

দ্রৌপদীর পাঁচজন পতি ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কেউই দ্রৌপদীকে তাঁদের সঙ্গে যেতে আহ্বান করেননি; তাঁর মহান্ পতিদের অপেক্ষা না করেই দ্রৌপদীকে আত্মনির্ভরশীল হতে হয়েছিল। যেহেতু তিনি পূর্বেই যথার্থ শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত নিবিষ্ট করেছিলেন। পত্নীরাও তাঁদের স্বামীদের মতো একই গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; অর্থাৎ, তাঁদের দেহের পরিবর্তন না করেই তাঁরা ভগবদ্-ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন যে, সুভদ্রার নাম যদিও এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়নি, তিনিও দ্রৌপদীরই গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁদের দুজনকেই দেহত্যাগ করতে হয়নি।

শ্লোক ৫১

যঃ শ্রদ্ধয়ৈতদ্ ভগবৎপ্রিয়াণাং
পাণ্ডোঃ সুতামিতি সম্প্রয়াণম্ ।
শৃণোত্যলং স্বস্ত্যয়নং পবিত্রং
লব্ধ্বা হরৌ ভক্তিমুপৈতি সিদ্ধিম্ ॥ ৫১ ॥

যঃ—যিনি; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **এতৎ**—এই; **ভগবৎপ্রিয়াণাম্**—যাঁরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় তাঁদের; **পাণ্ডোঃ সুতানাম্**—পাণ্ডুপুত্রদের; **ইতি**—এইভাবে; **সম্প্রয়াণম্**—মহাপ্রস্থান; **শৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **অলম্**—কেবল; **স্বস্ত্যয়নম্**—সৌভাগ্য; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **লব্ধ্বা**—লাভ করে; **হরৌ**—পরমেশ্বর ভগবানে; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **উপৈতি**—লাভ করেন; **সিদ্ধিম্**—পরম গতি।

অনুবাদ

ভগবানের প্রিয় পাত্র পাণ্ডবদের এই পরম পবিত্র পরম মঙ্গলময় মহাপ্রস্থান কাহিনী যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্যই ভগবদ্ভক্তি লাভ করে পরম গতি প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান এবং পাণ্ডব প্রমুখ তাঁর ভক্তদের কার্যকলাপের বর্ণনা। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের মহিমার বর্ণনা অপ্রাকৃত, এবং শ্রদ্ধা সহকারে তা শ্রবণ করলে ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদদের সঙ্গলাভ করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার মাধ্যমে জীবনের পরম গতি লাভ করা যায়, অর্থাৎ ভগবদ্ ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

ইতি *"যথাসময়ে পাণ্ডবদের অবসর গ্রহণ" শীর্ষক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের শ্রীল ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।*